স্মরণিকা

১৫তম
পিএমসি ডে ২০২৫

পপুলার মেডিকেল কলেজ

স্মরণিকা

১৫তম
পিএমসি ডে ২০২৫

পপুলার মেডিকেল কলেজ

স্মরনিকা

১৫তম "পিএমসি ডে" ২০২৫

পপুলার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০২৫

প্রকাশক

পপুলার মেডিকেল কলেজ
বাড়ী-২৫, রোড-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৭২৩০২, ৯৬৭৩৬৭৬,
৯৬৭৬৭৪৭, ০১৭৮৬৬৫৫১২৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৬৭৫৬৩৩
ই-মেইল ঃ pmedicalcollege@gmail.com
info@pmch-bd.org
ওয়েব ঃ www.pmch-bd.org

প্রচ্ছদ

ডা. মাহবুব ময়ূখ রিশাদ

মুদ্রণে

এশিয়ান কালার প্রিন্টিং
১৩০, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরেরপুল, ঢাকা
ফোন ঃ ৪৯৩৫৭৭২৬, ৫৮৩১৩১৮৬
ই-মেইল ঃ asianclr@gmail.com

POKHARA MEDICAL COLLAGE
&
HOSPITAL

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

মিসেস তাহেরা আকতার
১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ - ১০ জুন ২০২০ ইং

"তুমি নয়নের কোনে সোহাগের
দীপ জ্বালিয়া রেখ হে ঘরে"।

"নেই কাছে তবু আছো,
ব্যথা ভরা স্মরনে"।

অধ্যাপক টি.আই.এম.আবদুল্লাহ আল ফারুক
১ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ - ২৮ জুলাই ২০২০ ইং

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

অধ্যাপক ডা. মোঃ সহিদুল বাসার
২১ নভেম্বর ১৯৫৯ - ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং

"তুমি রবে নিরবে
হৃদয়ে মম"

"নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে
নিয়েছ যে ঠাঁই"

প্রতিভা সরকার (তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী)
২০ আগস্ট ২০০৩ - ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ইং

অর্ঘ্য আমৃত মন্ডল (ইন্টার্ন চিকিৎসক)
২৯ অক্টোবর ১৯৯৮ - ৩০ জানুয়ারী ২০২৫ইং

বাণী

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান
গভর্ণিং বডি
পপুলার মেডিকেল কলেজ

এদেশে বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবায় পপুলার গ্রুপ এক অভূতপূর্বী ভূমিকা রেখে চলেছে। সেই আশির দশকে খুব ছোট্ট পরিসরে যা চালু করেছিলাম তা আজ মানুষের ভালবাসায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। যাত্রাকালে স্বপ্ন ছিল এদেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে রোগ নির্ণয়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। একটা সময় এমন ছিল যে শুধু অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল লোকেরাই রোগ নির্ণয়ের- তথাপি চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাতেন। ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন সময় ও অর্থের অপচয় হতো রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতেও এর প্রভাব ছিল অনেক। এদেশে আমরাই প্রথম উদ্যোগী হয়ে রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এদেশে নিয়ে আসি। পরবর্তীতে বেসরকারী অনেক উদ্যোক্তাই এগিয়ে আসে এবং সফল হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে বেসরকারী উদ্যোগ খুবই জরুরী ছিল। কারণ এত বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বর্তমানে একজন নিম্ন আয়ের মানুষও পপুলারের সেবা নিতে পাওে সহজেই। এটা আমার জন্য একটা বড় তৃপ্তির জায়গা।

পপুলার গ্রুপের সর্বশেষ সংযোজন পপুলার মেডিকেল কলেজ মাত্র দেড় দশকের যাত্রায় হয়ে উঠেছে পপুলার গ্রুপের অত্যন্ত গর্বের প্রতীক। এখান থেকে ডাক্তারী পাশ করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সবাই কাজ করে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। সৃষ্টিকর্তার নিকট অনেক শুকরিয়া যে অনেকগুলো ব্যাচের ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে ভাল ফলাফল করে পাশ করেছে। এদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উচ্চতর ডিগ্রীতে সুযোগ পাচ্ছে নিয়মিতই। এতেই প্রমাণিত হয় পড়াশোনার মানদন্ডে পপুলার মেডিকেল কলেজ চমৎকার একটা পর্যায়ে আসতে পেরেছে। এর পিছনে পপুলার মেডিকেলের সুদক্ষ শিক্ষকমন্ডলীর ভূমিকাই প্রধান। দেশসেরা এই শিক্ষকগণ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন এটার শিক্ষা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানদন্ডে উন্নীত করতে। এর জন্য মনোরোম পরিবেশে পরিপূর্ণ একটা ক্যাম্পাস জরুরী। সকলের দোয়ায় ঢাকার বসিলাতে বেশ বড় পরিসরে নতুন ক্যাম্পাসের কাজ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে। আমি অত্যন্ত আশাবাদী পপুলার মেডিকেল কলেজ মেডিকেল শিক্ষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। কলেজের ১৫-তম প্রতিষ্ঠাবার্ষীর প্রাক্কালে একটা স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এ ধরণের কার্যক্রম ছাত্র ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এই প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক খন্দকার আবু রায়হান
অধ্যক্ষ
পপুলার মেডিকেল কলেজ

বাণী

মেডিকেল শিক্ষা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অবিচ্ছিদ্য অংশ। তবে সেই মেডিকেল শিক্ষাটাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া থাকতে হবে, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার আলোকে আলোকিত হতে হবে। এমন শিক্ষাদানের মাধ্যমে সুদক্ষ চিকিৎসক তৈরি এবং সেই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে চিকিৎসা সাস্ত্রে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল পপুলার মেডিকেল কলেজের। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা পর পনেরটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে ১০টি ব্যাচের ছাত্ররা চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে তরুন চিকিৎসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যাত্রা শুরু পর থেকেই ব্যতিক্রম কিছু উদ্দ্যেগ নেয়ায় মাধ্যমে অন্যদের থেকে একটু আলাদাভাবে এগিয়েছে এ মেডিকেল, উদ্দেশ্য ছিল তুলনামূলক কঠিন, দীর্ঘমেয়াদী ও একঘেয়েমিতে ভরা একটা কোর্সকে যতটা সম্ভব সহজবোধ্য করে তোলা, পাশাপাশি দক্ষতার মানদন্ডে যেন কোন ঘাটতি না থাকে সেটাও বিবেচ্য ছিল। এ জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে অনেক যাচাই-বাছাই করার মাধ্যমে, যারা পড়াটাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সহজলভ্য করে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন।

গাইড শিক্ষক কনসেপ্ট পপুলারের একটি অনন্য কনসেপ্ট। প্রতি ৮/১০ জন ছাত্রের জন্য একজন ব্যাচ শিক্ষককে আলাদা দায়িত্ব দেয়া হয় এদের সার্বিক দেখভালের জন্য। কয়েকজন গাইড শিক্ষককের দায়িত্বে থাকেন একজন সুপারভাইজিং শিক্ষক। তিনি চূড়ান্ত রিপোর্ট দেন অধ্যক্ষ বরাবর। এভাবেই সহজেই পিছিয়ে পড়া কিংবা অমনোযোগী ছাত্রদেরকে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রতি ২ মাস পর পর গাইড শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং ডাকা হয়। সেখানে দূর্বল ও পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া একটা টার্ম ফাইনাল শেষ হলে গার্ডিয়ান মিটিং ডাকা হয়। সেখানে গার্ডিয়ানরা এসে সরাসরি সন্তানদের অবস্থা দেখতে পারেন ও পরামর্শ নিতে পারেন। এটা মূলত পিছিয়ে পড়াদের আবার মূলধারায় ফেরানোর চেষ্টারই একটা অংশ। গার্ডিয়ানদের মাঝে মাঝে ফোন/ইমেইল করেও জানানো হয় ছাত্রদের সার্বিক অবস্থা। এতে লম্বা সময় কারো পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমে যায় অনেকটাই। পড়াশোনার একঘেয়েমিতা দূর করার জন্য বিভিন্ন

শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ সহকারে নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়। বাৎসারিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুব জাকজমকপূর্ণ পরিবেশে ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আয়োজিত হয়। এতে অংশ নেয়ার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করা হয়। ছেলে মেয়েরা কিছু সময়ের জন্য ক্লাস, পারসেন্টেজ, আইটেম এর চাপ থেকে মুক্ত হয়ে যে আনন্দ উল্লাহে মেতে উঠে তার গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিন একটানা পড়ার চাপে কিছুটা দমবন্ধ অবস্থা হলে এগুলো মুক্ত বাতাসের ছোয়া এনে দেয়।

এছাড়া প্রতি বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ইনডোর আউটডোর গেমসে সবাই অংশ নিতে পারে। পপুলারের ফুটবল ও ক্রিকেট টিম আন্তঃ মেডিকেল টুর্ণামেন্ট প্রায়ই অংশ নিয়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য বয়ে আনে। বাৎসরিক পিকনিকে সবার বাঁধভাঙ্গা উল্লাস যেন নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করে তাদের। মোট কথা এ ধরণের কর্মকান্ড ছাত্রদের মেধা ও মননের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়, তাদের সামাজিকতা কোথায়, পাশাপাশি মানবীয় গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

সব কিছুর পরও আমি বিশ্বাস করি একাডেমিক শিক্ষার মান ঠিক রাখাই আমাদের মূললক্ষ্য। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দক্ষ শিক্ষকগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা সকল পেশাগত পরীক্ষায় অব্যাহতভাবে ভাল ফলাফল করে যাচ্ছে।

আমরা সবাই জানি এমবিবিএস কোর্স একটু দীর্ঘমেয়াদী। শুরু থেকেই নিয়মিত পড়াশোনা মধ্যে থেকে দমটা ধরে রাখতে হয়। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে এমন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো মোটেও সহজসাধ্য হয় না। ফলে বিষণ্নতার মত কঠিণ অবস্থার সম্মুখীন হয় তারা। পপুলার শুরু থেকেই এমন ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করে আসছে। প্রয়োজনে তাদের সাইক্রিয়াট্রি বিভাগেও পাঠানো হয় সঠিক চিকিৎসার জন্য।

আশার কথা হল বর্তমানে আমরা এ কাজগুলো আরো গুছিয়ে করার নিমিত্তে স্টুডেন্ট সাপোর্ট সেন্টার খোলা হয়েছে। মূল কমিটির অধীনে বিভিন্ন উপ-কমিটিও করা হয়েছে। সেখানে পিছিয়ে পড়া বা বিষন্নতায় ভোগা ছাত্রদের আরো সুসংগঠিতভাবে সহায়তা করা হবে। পাশাপাশি এ সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্রদের অন্যান্য যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

সবদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা বড় ক্যাম্পাস সবারই দীর্ঘদিনে এক চাওয়া। অত্যন্ত আশার কথা হল ঢাকার বসিলাতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে নতুন ক্যাম্পাসের কাজ। বিশাল পরিসরে অপূর্ণ নির্মাণকৌশলীর প্রদর্শণীতে আন্তর্জাতিকমানের এই ক্যাম্পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য হবে এক স্বপ্নীল ভূবন। সেখানে অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতালে পাওয়া যাবে বিশ্বমানের সেবা। সকল শ্রেণী পেশার মানুষের জন্য উন্মোচিত হবে সেবার এক নতুন দূয়ার। পরিশেষে বলতে চাই, পপুলার মেডিকেল কলেজের ১৫-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় খুদে লেখক ও প্রকাশনায় জড়িত সকলকে জানাই বিশেষ ধান্যবাদ।

অধ্যাপক মাহমুদ রিয়াদ
উপাধ্যক্ষ
পপুলার মেডিকেল কলেজ

বাণী

পপুলার গ্রুপের সর্বকনিষ্ট কিন্তু সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান পপুলার মেডিকেল কলেজের ২০১০ইং সনে প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের শতাধিক মেডিকেল কলেজের মিছিলে শুধুমাত্র একটি নাম সংযোজনের জন্যই পপুলার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং পেশাগত দক্ষতা, নৈতিকতায় উৎকৃষ্ট, কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবায় সচেতন, আধুনিক স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে সম্যক ধারনা সম্পন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ব্যাতিক্রমধর্মী চিকিৎসক তৈরীর অঙ্গীকার নিয়েই পপুলার মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা। এ অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করতে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষকগনকে সহযোদ্ধা হিসাবে সম্পৃক্ত করা হয়।

মান সম্মত এবং মানবিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে আমরা পপুলার মেডিকেল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও প্রশাসন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ইতমধ্যেই দেশে বিদেশে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজেদের অনন্য উচ্চতায় স্থান করে নিচ্ছে এবং আমাদের এ প্রচেষ্টাকে বাস্তব রুপ দেয়া শুরু করেছে। এ জন্য মহান আল্লাহ সুবহানল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে উপাধ্যক্ষ হিসাবে আমি আমার সহকর্মী, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক, কলেজ গভর্ণিং বডি বিশেষ করে গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধারাবাহিক সফলতার ১৪টি বছর অতিক্রম করে ১৫তম বছরে পদার্পন করায় আমি আনন্দিত। আমি নিশ্চিত অতীতের ধারাবাহিকতায় স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করলেই ধারাবাহিক উন্নয়ন শুধু অব্যাহতই থাকবে না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনকে স্বরণীয় করে রাখতে স্বরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং স্বরণিকা প্রকাশনরা সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদকীয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম
সম্পাদক, স্মরণিকা-২০২৫
পপুলার মেডিকেল কলেজ

ডা. রাশেদ ভূইয়া
সহ-সম্পাদক, স্মরণিকা ২০২৫
পপুলার মেডিকেল কলেজ

মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সারা বছরই যথেষ্ঠ চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাই বাস্তবতার নিরিখে পড়াশোন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা মেডিকেল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিকই মনে হতে পারে। তবে শুধু পড়াশোনা তাদের জীবনে যথেষ্ঠ একঘেয়েমিতা ডেকে আনতে পারে। যা তাদের জীবনকে করে তুলতে পারে বিষাদময় ও হতাশাগ্রস্থ। তাই সীমিত পরিসারে সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের চর্চা মেডিকেল শিক্ষার কখনও সাংঘর্ষিক নয় বরং এ দীর্ঘ যাত্রার শক্তভাবে টিকে থাকার টনিক হিসেবেই কাজ করে। তাই পাঠ্যসূচিতেও সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে। এমনিতেই সাহিত্য-সংস্কৃতি একটা জাতির প্রকৃত দর্পণ। জাতির আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন সবকিছুর উপরই সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা মানুষকে উদার করে। সংকীর্ণতার অবগঠন উন্মুক্ত করে দেয়। মনুষ্যতের সমস্ত গণাবলীগুলোকে আরও সমুজ্জল করে তোলে। একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী সমাজ বা জাতি থেকে মোটেও বিচ্যুত নয় বরং খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই তাদের মুল কাজ পড়াশোনার জায়গাটা ঠিক রেখে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার চেষ্ঠা করে যেতে হবে। তার এমন প্রয়াস একটা জাতি গঠনে যেমন ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি তার আত্মনোয়নে সাহায্য করবে। ফলে একজন আদর্শ মানুষ হয়ে উঠার ক্ষেত্রে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে সে। তাই সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে মার্জিত রুচি, হৃদয়ের সুক্ষ্ম অনুভূতিও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে। তাদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখের খন্ড-খন্ড উপাখ্যাগুলো গল্প-কবিতার আকারে প্রকাশে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারগুলো মেডিকেল শিক্ষা লম্বা দৌঁড়ে অক্সিজন মস্তিষ্কের মতই কাজ করবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা হল পপুলার মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের এ ধরণের কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সুযোগ করে দেয় যেন এমন সৃষ্টিশীল কাজগুলো ছাত্রছাত্রীরা অব্যাহত রাখতে পারে।

১৫তম "পিএমসি ডে" উদ্‌যাপন কমিটি

পৃষ্ঠপোষক

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান, কলেজ গভর্ণিং বডি

সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা

অধ্যাপক খন্দকার আবু রায়হান
অধ্যক্ষ, পপুলার মেডিকেল কলেজ

সাংগঠনিক কমিটি

চেয়ারম্যান ঃ অধ্যাপক খন্দকার আবু রায়হান
সদস্য ঃ অধ্যাপক মাহমুদ রিয়াদ
অধ্যাপক এএমএসএম সারফুজ্জামান
অধ্যাপক শামীমা বেগম
অধ্যাপক খন্দকার এ. করিম
অধ্যাপক এনামুল কবির
অধ্যাপক মোঃ মুজিবুর রহমান
সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক ইসমত আরা বেগম

উপ-কমিটি

উপ-কমিটি ০১ বৈজ্ঞানিক প্রদর্শণী

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক ফেরদৌসি ইসলাম
অধ্যাপক মোঃ জহির উদ্দিন
অধ্যাপক হ্যাপি হক

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক আনজিরুন নাহার আসমা
অধ্যাপক পারভীন দিলারা জামান

সদস্য ঃ ডা. হাসিনা সাদিয়া খান
ডা. তারেক মোহাম্মদ
ডা. মাহবুব ময়ূখ রিশাদ
ডা. নাভিদ ফারহান
ডা. সাকিব রায়হান
ডা. ফারাহ তাসনিম
ডা. ইমন আহমেদ
ডা. তারেক আজিজ
ডা. এলমি আহমেদ

উপ-কমিটি ০২ অভ্যর্থনা, প্যান্ডেল, ষ্টেজ ও আলোক সজ্জা

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক খবির উদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক মোশতাক আহমেদ

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক ফারহানা হোসেন
ডা. মুহাম্মদ মাহবুবুল হক
ডা. তাসমিনা চৌধুরী

সদস্য ঃ ডা. নওসাবাহ নূর
ডা. নুসরাত হোসেন
ডা. সিরাজুস সালেকীন
ডা. মহম্মদ মমিনুল হক
ডা. রাইজুল আমিন
ডা. সীমান্ত মন্ডল
ডা. আরিফুর রাহমান
ডা. শাহিব মজুমদার

উপ-কমিটি ০৩ পতাকা উত্তোলন, পায়রা ও বেলুন উড়ানো

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক শামীমা বেগম
অধ্যাপক আব্দুল মতিন
অধ্যাপক কামিল আরা খানম

সদস্য সচিব ঃ ডা. খান নাসরিন জাহান
ডা. তাহমিনা আক্তার

সদস্য ঃ ডা. সুমাইয়া বিনতে মওদুদ
ডা. নওমি নাওয়ার প্রকৃতি
ডা. তাহিয়া নওশীন
ডা. শময়িতা রাহমান

উপ-কমিটি ০৪ কেক কাটা ও বিতরন

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক আবদুল খালেক বেগ

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক ফারজানা ইয়াসমিন
ডা. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

সদস্য ঃ ডা. উর্মি রহমান
ডা. ফয়সাল জয়নাল আবেদীন
ডা. গোলাম শাহরিয়ার
ডা. সনম ইমাম

উপ-কমিটি ০৫ এওয়ার্ড নির্ধারন

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক মোঃ ফারুক আলম
অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মামুন
অধ্যাপক শামসুন নাহার লাকী

সদস্য সচিব ঃ ডা. ইফতেখার ইবনে মান্নান
ডা. রাজিয়া সুলতানা
ডা. সারওয়াত আরা তাসলিম

সদস্য ঃ ডা. সুমাইয়া আক্তার
ডা. তামান্না মুসতারী
ডা. মুরসালিন রহমান
ডা. সাবরিন জাহান মিতু
ডা. বেনজির হক
ডা. ইলাত-ই-মিস সুবাহ
ডা. দিলশাদ আলম
ডা. মরিয়াম ফেরদৌসি
ডা. নিলঞ্জনা রায়

উপ-কমিটি ০৬ খেলাধুলা

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক মোঃ শামসুজ্জামান শাহীন
অধ্যাপক মাহমুদ রিয়াদ

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের

সদস্য ঃ ডা. মাহমুদা আনসারী
ডা. সাইদুজ্জামান জুয়েল
ডা. মাহমুদা রহমান
ডা. সুমন্ত কুন্ড
ডা. সুমইয়া আক্তার শিমু

উপ-কমিটি ০৭ সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক মুহিবুর রহমান

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক জয়শ্রী সাহা
ডা. জান্নাতুত তাসনীম
ডা. নাবিলা মাহবুব

সদস্য ঃ ডা. তানবিন রহমান
ডা. মেহজাবিন সরকার বুশরা
ডা. মালিয়াত সাদিয়া বুশরা
ডা. এওয়ানা রেশমান
ডা. স্বপ্নিল কে বিশ্বাস

উপ-কমিটি ০৮ স্মৃতিচারণ

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক কাজী তরিকুল ইসলাম
অধ্যাপক এইচ এ এম নাজমুল আহসান

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক হোমায়রা তাহসীন হোসাইন
অধ্যাপক শারমিন আক্তার রুপা

সদস্য ঃ ডা. নাজিয়া ইসরাফিল
ডা. ইশরাত জাহান উর্মি
ডা. মাহবুবা রহমান
ডা. সায়েদা ফাহমিদা ফারজানা

উপ-কমিটি ০৯ স্মরনিকা

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক মোঃ সামছুল হক

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম

সদস্য ঃ ডা. তানিয়া আহমেদ
ডা. তাহিয়াত ফারহানা
ডা. সুমাইয়া ইসলাম
ডা. রাশেদ ভূইয়া
ডা. বুশরা বিনতে আজাদ
ডা. মোঃ আহসানুল কবির

উপ-কমিটি ১০ ইয়ারবুক

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক খন্দকার আবু রায়হান

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম

সদস্য ঃ ডা. ফারহানা ইসলাম
ডা. হুমায়রা বিনতে মওদুদ
ডা. উম্মে হাবিবা জুই
ডা. মমতা চৌধুরী
ডা. নাজিব মহিউদ্দিন
ডা. ফারিহা ফুরকান
ডা. তানিয়া আক্তার

উপ-কমিটি ১১ অডিওভিজ্যুয়াল ও আলোকচিত্র

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক শাহীন লিপিকা কাইউম

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক ফারজানা রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক একেএম মহিউদ্দিন ভুইয়া
ডা. মুনতাসির ফয়সাল

সদস্য ঃ ডা. জেসমিন আরা
ডা. সাইয়ান ফারিয়া সেতু
ডা. মাহমুদুল হাসান
ডা. ফারহীন সিদ্দীকী
ডা. জেসমিন আক্তার জুই
ডা. আরজুদা আহমেদ
ডা. মোরশেদুল আরেফিন

উপ-কমিটি ১২ আপ্যায়ন ও খাদ্য বিতরণ

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক ইফ্‌ফাত আরা
অধ্যাপক খন্দকার এ. করিম

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান
ডা. মোঃ আশরাফুল আজিম
ডা. মোহাম্মদ শাফাউল আলম

সদস্য ঃ ডা. ইশরাত বিনতে রেজা
ডা. তাসনিম ইউসুফ
ডা. নাভিদ নূরেন
ডা. নুর-ই-জাহান
ডা. আহাদ ইবনা ইলিয়াস
ডা. রাদিয়া তাসনিম
ডা. ফেরদৌস ইল মেহেদী

উপ-কমিটি ১৩ র‍্যালি

চেয়ারপার্সন ঃ অধ্যাপক এনামুল কবির
অধ্যাপক ডা. কাজী শামীম উজ্জামান

সদস্য সচিব ঃ অধ্যাপক আহমেদ রাকিব
ডা. তাজনুভা আনোয়ার

সদস্য ঃ ডা. নৃপেন কুমার কুন্ডু
ডা. সানজিদা রহমান
ডা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ডা. জালাল উদ্দিন ঋতিক
ডা. নাভিদ মুনতাসির
ডা. মহিউদ্দিন
ডা. এ এস এম তানভির হাসান

Vision, Mission & Objectives of Popular Medical College

VISION

Popular medical college envies achieving global recognition / standard for excellence in medical education, research, and patient care. These include fostering a culture of innovation, training skilled and ethical healthcare professionals, and providing high-quality, patient-centered healthcare.

Here's a more detailed look at the visions of Popular Medical Colleges:

Focus on excellence: Popular Medical College strive to become globally recognized for their excellence in medical education, research, and patient care.

Producing highly skilled and ethical healthcare professionals: Popular Medical College aim to produce future doctors with strong theoretical knowledge, practical skills, and a commitment to ethical practice and high moral values.

Learner-centered education: Popular Medical College tailoring systematized learning experiences to individual student needs and promoting active participation in the learning process.

Meeting societal needs: Popular Medical College emphasize to produce medical graduate who have the commitment to addressing the health needs of the community, through their educational programs, research, and healthcare services.

MISSION

Popular Medical College started its journey with the motto of producing health professionals who would be competent and practice ethically to address the complex health challenges of the community. Popular medical college always ensures high quality education, arrays various skill development, quests that helps medical students to build themselves as world class doctor. College environment is designed in a way that encourages students to develop lifelong learning attitude. Additionally, college emphasizes research activity in its students and faculties and to collaborate with other professionals for innovative research activities. Popular medical college believes students can become good doctors by engaging them to their community and in-depth thinking skill in critical situations, Which would facilitate them to take logical decision.

Here's a more detailed breakdown of the Popular Medical College's mission:

Education: Popular Medical College aims to provide education to practice preventive, curative & promotive healthcare in the community.

Research: Popular Medical College encourage its faculty and students to engage in research activities that contribute to proficiency medical science both nationally and internationally.

Patient-centered care: Popular Medical college hospital providing accessible healthcare service to all regardless of socioeconomic status that meet national & global standard and prioritize patient's satisfaction.

Ethical standard: Training is focused on developing strong ethical standards in medical practices

Professional development: Popular Medical College aim to develop graduate who have strong ethical and moral values, preparing for professional development.

Community engagement: Popular Medical College consistently focus on engaging its standard with the community and addressing the local health needs and address promotion and preservation of health of the community.

OBJECTIVES

- Implementing strict adherence to ever-changing medical curriculum.
- Gathering nationally & internationally reputed faculty with tremendous educational and academic background.
- Ensuring professionalism in medical education
- Ensuring patient autonomy and practicing highest level of communication skill
- Providing state of art academic infrastructure
- Strengthening ample learning facilities.
- Introducing friendly tutorship
- Demonstrating highest respect for rules and discipline.

"PRINCIPAL'S HONOUR ROLL"

(বছরের সবগুলো পরীক্ষায় গড় ৭৫% বা তার অধীক নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে)

ফাইনাল পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা - মে ২০২৫	
মো. সাকিব আল হাসান	পি.এম-১০
সৈয়দ সালাউদ্দিন বাসেল	পি.এম-১০
খন্দকার ফাহিমা আহমেদ	পি.এম-১০
প্রীতি সূত্রধর	পি.এম-১০
সামিহা ফাইরোজ	পি.এম-১০
জান্নাতুল আবেদিন	পি.এম-১০
শাহজাহান	পি.এম-১০
সায়েদা তাহরিনা হাজারা জুই	পি.এম-১০
সুমাইয়া নওরিন	পি.এম-১০
জুনায়েদ হাবিব	পি.এম-১০
সুশ্মিতা কুমারী	পি.এম-১০
নূর-উন-নাহার ফেরদৌসি	পি.এম-১০
ফিয়েযা আহমেদ	পি.এম-১০
জাকিয়া খাতুন	পি.এম-১০
মো. সাইদুর রহমান আবির খান	পি.এম-১০
আসিয়া ইসলাম দিপ্তি	পি.এম-১০
কনা রায়	পি.এম-১০
জুনাইদ আহমেদ	পি.এম-১০
খাদিজা আলি মিমো	পি.এম-১০
রহনুমা নুরাইন তানহা	পি.এম-১০
আনিকা তাহসিন মীম	পি.এম-১০
মুনতাহা	পি.এম-১০
নাজিস আফরোজা	পি.এম-১০
সাইফুল ইসলাম	পি.এম-১০
সুমাইয়া নির্জনা	পি.এম-১০
মোসাম্মদ সুরিয়া জাবিন	পি.এম-১০

"PRINCIPAL'S HONOUR ROLL"

(বছরের সবগুলো পরীক্ষায় গড় ৭৫% বা তার অধীক নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষ্যে)

তৃতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা - নভেম্বর ২০২৪

সামিম আক্তার	পি.এম-১১
শেখ নিদা মোহাম্মদ শহীদ	পি.এম-১১
সাবা শেখ	পি.এম-১১
শেখ নাজিয়া কায়সার আজাদ	পি.এম-১১
মুহীত গুলজার	পি.এম-১১
ইসরাত জাহান লিজা	পি.এম-১১
মেহেরুখ তুর্যনা	পি.এম-১১
মোঃ আবিদুর রহমান	পি.এম-১১
ইসরাত জাহান ইলা	পি.এম-১১
মাহিন মুশফিক	পি.এম-১১

দ্বিতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা - নভেম্বর ২০২৪

মোহাম্মদ ফাহমিদ তাশাওয়ার	পি.এম-১২
তাসনিম শেহজাবীন মাহাবুব	পি.এম-১২
ফাতেমা তুজজোহোরা	পি.এম-১২
শাহের জাভেদ	পি.এম-১২
লায়লা আফলাস মাধুর্য	পি.এম-১২
এম এ মুঈদ	পি.এম-১২
আল নাহিয়ান রোহান	পি.এম-১২
শুমাইলা আলতাফ	পি.এম-১২
প্রমি ধর	পি.এম-১২
অনঘ দাস	পি.এম-১২
আশরাফুল ইসলাম	পি.এম-১২
মোঃ সাইফুল ইসলাম	পি.এম-১২
অরিৎ নন্দী	পি.এম-১২
লাবিবা নূর	পি.এম-১২
ঝিমনী	পি.এম-১২
ইমরান আহমেদ জাহিন	পি.এম-১২
নিহার কাইয়ুম খান	পি.এম-১২
হাসনা জাহান স্বর্ণা	পি.এম-১২
রুচিকা	পি.এম-১২
জান্নাতুল ফেরদৌস মিম	পি.এম-১২
মাহমুদ আহসান	পি.এম-১২
তাহিরা সারওয়ার	পি.এম-১২
সুমাইয়া আক্তার মুনা	পি.এম-১২
মোঃ সাজ্জাত হোসেন	পি.এম-১২
সামান্তা ইসলাম প্রভা	পি.এম-১২
রহমান ইয়ামিন করিম	পি.এম-১২
আদিবা আহমেদ	পি.এম-১২
তাসনোভা বিনতে জাহান (অর্থী)	পি.এম-১২
আমেনা বেগম মুক্তা	পি.এম-১২
তাসমিয়া শেহরীণ	পি.এম-১২
জেসমিন আক্তার জেরিন	পি.এম-১২
সুমাইয়া বিনতে কায়েস সেজুতি	পি.এম-১২
মাশরূরা ঝাহরা ঐশ্বর্য	পি.এম-১২

"PRINCIPAL'S HONOUR ROLL"

(বছরের সবগুলো পরীক্ষায় গড় ৭৫% বা তার অধীক নম্বর প্রাপ্তি সাপেক্ষে)

প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা - নভেম্বর ২০২৪	
তাসনুভা ইসলাম প্রিয়ন্তি	পি.এম-১৩
জান্নাতুল ফেরদৌস রত্না	পি.এম-১৩
পারমিতা ইয়াসমিন	পি.এম-১৩
সাজিদ মানজুর	পি.এম-১৩
আমান তারিক খান	পি.এম-১৩
কৃষ্ণাভো ভট্টাচার্য্য	পি.এম-১৩
মোহাম্মদ সানোয়ার রহমান	পি.এম-১৩
সানাইয়া মানজুর	পি.এম-১৩
মোঃ আলী আরিফ আলী	পি.এম-১৩
ফাহিমা খানম	পি.এম-১৩
ফাতেমা তুজ সুকর্না	পি.এম-১৩
মায়িশা আফরিন	পি.এম-১৩
মোঃ নাফিজুল ইসলাম নাবিক	পি.এম-১৩
শেখ জিসান জাভেদ	পি.এম-১৩
আতিয়া তাবাসসুম	পি.এম-১৩
সানজিদা ইসলাম	পি.এম-১৩
ফারজানা ইয়াসমিন মুক্তি	পি.এম-১৩
ফাওয়াদ উজাইর	পি.এম-১৩
সুমাইয়া আক্তার	পি.এম-১৩
নিশান্ত থাপা	পি.এম-১৩
শাশ্বত সাহা রায়	পি.এম-১৩
মারুফ হাসান বিন কামাল	পি.এম-১৩
মোমিন হামিদ শেখ	পি.এম-১৩
সাদিয়া আলম	পি.এম-১৩
জোবায়ের আহমেদ খান	পি.এম-১৩
সৈয়দ মুসলিম বিন শাফি	পি.এম-১৩
তাসনিম শেখ	পি.এম-১৩
সাদিয়া লতিফ	পি.এম-১৩

প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা - নভেম্বর ২০২৪	
রুহানা তাহরিন অদ্রিকা	পি.এম-১৩
সুমাইয়া আক্তার তানজুম	পি.এম-১৩
ওয়াসিফ অর্ন	পি.এম-১৩
আরিবা আইজাজ	পি.এম-১৩
ফাতেহা আক্তার	পি.এম-১৩
উম্মে হাবিবা	পি.এম-১৩
মৌলি মনজিমা	পি.এম-১৩
আতিফ ফাইয়াজ ভাট	পি.এম-১৩
মোঃ রিজওয়ান হানিফ	পি.এম-১৩
আহমেদ সুহেব মুন্সি	পি.এম-১৩
ফাতেমা আক্তার কথা	পি.এম-১৩
জেবা তাহসীন টুসি	পি.এম-১৩
আছিফার আজাদ অন্তিম	পি.এম-১৩
সৈয়দা সানজিদা ছিদ্দিকা আফিয়া	পি.এম-১৩
আওয়ান পাওডেল	পি.এম-১৩
রওনক জৈন	পি.এম-১৩
সিং নিখিল রামচন্দ্র	পি.এম-১৩
মেহেদী হাসান	পি.এম-১৩
ঐশ্বরিয়া গিরি	পি.এম-১৩
নুসরাত জাহান	পি.এম-১৩
মোহাম্মদ ফায়সাল	পি.এম-১৩
জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তি	পি.এম-১৩
মোঃ আলী আকবর	পি.এম-১৩
মিম আশরাফি	পি.এম-১৩
চেতনা পোখারেল	পি.এম-১৩
মেহেরিণ মহতাব রুচিতা	পি.এম-১৩
মহেস রাজি	পি.এম-১৩
শাওলীন সুলতানা	পি.এম-১৩
জেনিফা ইয়াসমিন আহমেদ	পি.এম-১৩

"ATTENDANCE AWARD"

(বছরের ৯৫% বা তার অধিক ক্লাসে উপস্থিত থাকার জন্য)

কাইয়ুম	পি.এম-১৪
নুজহাত আহমেদ	পি.এম-১৪
রাফিয়া ফারহানা	পি.এম-১৪
নুঝাত নাওয়াল	পি.এম-১৪
সুমাইয়া আক্তার মুনা	পি.এম-১২
অর্পিতা ভৌমিক	পি.এম-১১
লামিয়া বিনতে এলাহী	পি.এম-১১

কো-কারিকুলার পুরস্কার ২০২৫

"SCIENCE FAIR 2025 "

Best Presentation	Medicine	Best Decoration	Pathology
Best Organized Team	Medicine	Best Topic	Otorhinolaryngology

DEPARTMENT OF ANATOMY
Unseen Beauty of Respiratory Tract

মোঃ রাজিউদ্দীন আহমেদ রুমি	পি.এম-১৪
মোঃ সাকিবুল হাসান	পি.এম-১৪
চৌধুরী আবু সুফিয়ান	পি.এম-১৪
আবরার মাহমুদ সিয়াম	পি.এম-১৪
আসফিয়া আজরিনর	পি.এম-১৪
মুজেযা বিনতে নিজাম	পি.এম-১৪
ফারিহা সাবরিন আইরিন	পি.এম-১৪
রাফিয়া ফারহানা	পি.এম-১৪

DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY
Formation of Urine

নওশিন তাবাসসুম রিফা	পি.এম-১৪
স্নেহা ওঝা	পি.এম-১৪
ফারজানা আনোয়ার মীম	পি.এম-১৪
নাফিস ইকবাল	পি.এম-১৪
তাওহীদুজ্জামান তাওহীদ	পি.এম-১৪
আসফাক হোসেন নুর তরী	পি.এম-১৪
তাছমিয়া তাহসিন আলিফ	পি.এম-১৪
তাহিয়া রহমান	পি.এম-১৪

DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY
The Silent duo-LDL and Lp(a) in Cardiovascular Crime

মোহাম্মদ তাসনিমুল তাহমিদ	পি.এম-১৪
মো: রায়হান কবীর	পি.এম-১৪
মো: নাফীস আল হুসাইন	পি.এম-১৪
সাজিদ আহসান রাফি	পি.এম-১৪
নুঝাত নাওয়াল	পি.এম-১৪
মুবাশ্বিরা ফাইরুজ	পি.এম-১৪
আনিকা বালাপোদ্দার	পি.এম-১৪
ফারিহা আঞ্জুম নাজিবাহ	পি.এম-১৪

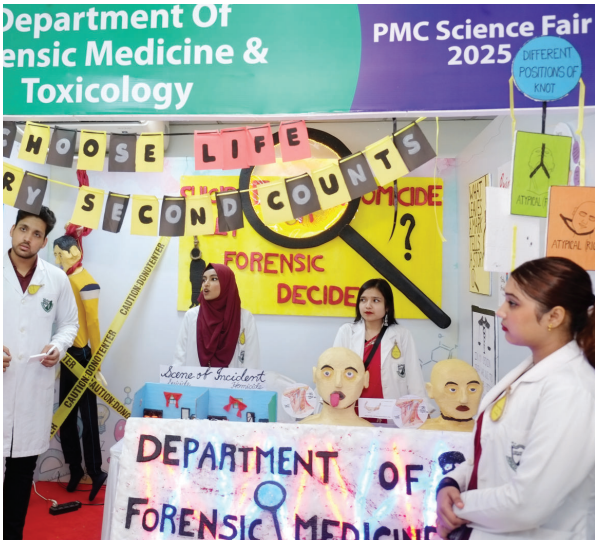

DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE & TOXICOLOGY
Hanging

মোহাম্মদ সানোয়ার রহমান	পি.এম-১৩
মো: রিজওয়ান হানিফ	পি.এম-১৩
ফাওয়াদ উজাইর	পি.এম-১৩
সাদিয়া আলম	পি.এম-১৩
পারমিতা ইয়াসমিন	পি.এম-১৩
জেবা তাহসিন টুসি	পি.এম-১৩
ঐশ্বরিয়া গিরি	পি.এম-১৩
আরীব রহমান সামি	পি.এম-১৩

PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
The Butterfly Effect: Unpredictable Paths of Drug Reaction

তাসনুভা ইসলাম প্রিয়ন্তি	পি.এম-১৩
মারুফ হাসান বিন কামাল	পি.এম-১৩
আতিয়া তাবাসসুম	পি.এম-১৩
সাদিয়া খান সানি	পি.এম-১৩
মো: ফারদিন হোসাইন চৌধুরী	পি.এম-১৩
এ. বি. সিদ্দিক আজহার	পি.এম-১৩
মোহাম্মদ আলি আরিফ আলি	পি.এম-১৩
নিশান্ত থাপা	পি.এম-১৩

DEPARTMENT OF COMMUNITY MEDICINE & PUBLIC HEALTH
Seeds of Health, Blossoms of Hope

ঝিমলী	পি.এম-১২
নাজিয়া সুলতানা জেরিন	পি.এম-১২
আশরাফুল ইসলাম মৃদুল	পি.এম-১২
আর্জিনা খাতুন	পি.এম-১২
খাইরুল আমিন	পি.এম-১২
রাবেয়া জামান তিষা	পি.এম-১২
মেরাজ মুহাম্মদ মুমিন	পি.এম-১২
মেহেদী হাসান আকিব	পি.এম-১২

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
Biotechnology: The New Journey of Health Sciences

জেসমিন আক্তার জেরিন	পি.এম-১২
জান্নাতুল ফেরদৌস মিম	পি.এম-১২
শাহির জাভেদ	পি.এম-১২
আশানিয়াত ঐশী	পি.এম-১২
হাসিব হোসেন	পি.এম-১২
নিহার কাইয়ুম খান	পি.এম-১২
কামরুল হাসান	পি.এম-১২
মো: মাহমুদুর রহমান	পি.এম-১২

DEPARTMENT OF PATHOLOGY
Fatty Liver: Quite Today, Dangerous Tomorrow

মোহাম্মদ ফাহমিদ তাশাওয়ার	পি.এম-১২
আল নাহিয়ান রোহান	পি.এম-১২
সুমাইয়া জান্নাত জুম্মি	পি.এম-১২
লায়লা আফলাস মাধুর্য	পি.এম-১২
ইমরান আহমেদ জাহিন	পি.এম-১২
তাসনিম শেহ্‌জাবীন মাহাবুব	পি.এম-১২
প্রমি ধর	পি.এম-১২
অরিৎ নন্দী	পি.এম-১২

DEPARTMENT OF MEDICINE
A Minute Late, A Life at Stake: The Magic of PCI

মাহিন মুশফিক	পি.এম-১১
নুসরাত জাহান মুনিয়া	পি.এম-১১
মোঃ হামিম উল ইসলাম চৌধুরী	পি.এম-১১
মেহরুখ তুর্যানা	পি.এম-১১
শেখ নিদা মোহাম্মদ শহিদ	পি.এম-১১
মোঃ আবিদুর রহমান রোহান	পি.এম-১১
ইসতিয়াক সাকিফ	পি.এম-১১
আমেনা আনজুম লাবণ্য	পি.এম-১১

DEPARTMENT OF SURGERY
Brain in Crisis: Exploratory Burr Hole Intervention, A Fierce Fight for Life.

রামিসা আনজুম প্রমি	পি.এম-১১
নুসরাত জাহান নুরমিন	পি.এম-১১
আনিকা তাবাচ্ছুম	পি.এম-১১
জাফর খান	পি.এম-১১
তাহসিন নাজিয়া	পি.এম-১১
রিদওয়ানুল্লাহ সাদি	পি.এম-১১
শাকিল আহাম্মদ	পি.এম-১১
তাসনিন শেখ	পি.এম-১৩

DEPARTMENT OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY
Carcinoma of Cervix

লামিয়া বিনতে এলাহী	পি.এম-১১
অনির্বান চক্রবর্ত্তী	পি.এম-১১
সুমাইয়া জাহান ঐশী	পি.এম-১১
সাহারা বিনতে হামিদ	পি.এম-১১
এজাজুল হক খান	পি.এম-১১
অর্পিতা ভৌমিক	পি.এম-১১
নিশাত তাসনিম	পি.এম-১১
জারিফ আহমেদ ভূঁইয়া	পি.এম-১১

DEPARTMENT OF PAEDIATRICS
Kangaroo Mother Care

জান্নাতি আক্তার জাকিয়া	পি.এম-১১
জেরিন সুবহা	পি.এম-১১
আফরোজা রিচি	পি.এম-১১
আকিব হোসেন	পি.এম-১১
নাইমুল হাসান	পি.এম-১১
নুর মোস্তাফিকুজ্জামান জয়	পি.এম-১১
এ.কে.এম. মোস্তাফিজুর রহমান	পি.এম-১১
মৈন্দ্রিলা সরকার শৈলী	পি.এম-১১

DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
Cataract the Reversible Blindness

ইসরাত জাহান ইলা	পি.এম-১১
শানিলা মীর্জা	পি.এম-১১
মোছা: রাইসা ইসলাম	পি.এম-১১
মো: আরাফ ইফতিখার হোসেন অভি	পি.এম-১১
রেদোয়ান আহমেদ সাবাব	পি.এম-১১
খন্দকার আহনাফ জামান	পি.এম-১১
সুমাইয়া আক্তার মুনা	পি.এম-১২
যারীন মুসাররাত	পি.এম-১২

DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY
Voice Reborn: Innovation through Technology

মাহির রশীদ	পি.এম-১১
মাকসুব সাহিল	পি.এম-১১
সাজিদ আহমেদ	পি.এম-১১
তাকাশ চৌধুরী	পি.এম-১১
আসাদ আদিব	পি.এম-১১
ফাতেমা তুজ জোহরা	পি.এম-১১
শেখ নাজিয়া কায়সার আজাদ	পি.এম-১১
সাবা শেখ	পি.এম-১১

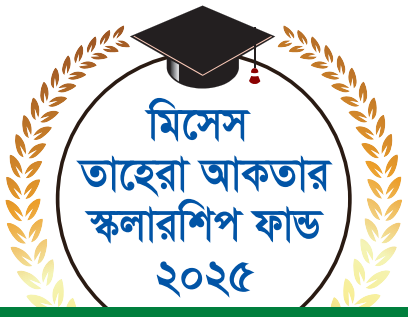

মিসেস
তাহেরা আকতার
স্কলারশিপ ফান্ড
২০২৫

"MRS. TAHERA AKTER SCHOLARSHIP FUND"

২০২৫ সালের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

রমিশা ফারিহা	পি.এম-১৫
রামিস সাদিয়া লুবনা	পি.এম-১৫
হাবিবুল নাহার	পি.এম-১৫
ফারিহা ইসলাম	পি.এম-১৫
শিহাব বিন আহমেদ	পি.এম-১৪
মো. শাকিবুল হাসান	পি.এম-১৪
নুসরাত ইসলাম	পি.এম-১৪
তাসমিয়া তাহাসিন আলিফ	পি.এম-১৪
মো. আবু সুফিয়ান রাব্বি	পি.এম-১৪
আলি আকবর	পি.এম-১৩
সানজিদা ইসলাম	পি.এম-১৩
ফারজানা ইয়াসমিন মুক্তি	পি.এম-১৩
মো. হাসিবুজ্জামান	পি.এম-১৩
তাসনুভা ইসলাম	পি.এম-১৩
সাদিয়া খান	পি.এম-১৩
জান্নাতুল ফেরদৌস রত্না	পি.এম-১৩
সুমাইয়া আক্তার	পি.এম-১৩
সুমাইয়া আক্তার মুন্না	পি.এম-১২
রাবিয়া জামান তিশা	পি.এম-১২
মো. সাজ্জাত হোসেন	পি.এম-১২
প্রমি ধর	পি.এম-১২
মাহিন মুশফিক	পি.এম-১১
রিদওয়ান উল্লাহ সাদি	পি.এম-১১
নাজিম হোসেন	পি.এম-১১
সুরাইয়া সুলতানা	পি.এম-১১
অনিন্দ্য সুন্দর	পি.এম-১০
শরিফ গোলাম রাব্বি	পি.এম-০৭
সোহলি সানওয়ার কলি	পি.এম-০৫

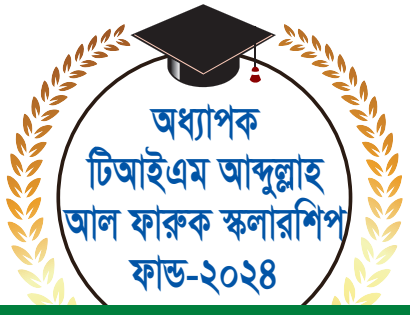

"PROF. T.I.M. ABDULLAH AL FARUQ SCHOLARSHIP FUND"

২০২৪ সালের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শরীফ গোলাম রাব্বি	পি.এম-০৭
সাদিকা নূর	পি.এম-০৬

কো-কারিকুলার
পুরস্কার
২০২৫

বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিষয়ঃ WFME এক্রিডেটেনশন মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের বৈশ্বিক গতি এবং গুনগত মান নিশ্চিতে একমাত্র সহায়ক।

পক্ষ দল	-	১ম বক্তা	-	মেহরুখ তুর্যানা (পি.এম-১১)
		২য় বক্তা	-	মো: আবিদুর রহমান (পি.এম-১১)
		দলনেতা	-	ইসতিয়াক সাকিফ (পি.এম-১১)

বিপক্ষ দল	-	১ম বক্তা	-	সাদিয়া খান সানি (পি.এম-১৩)
		২য় বক্তা	-	ইফফাত শবনম (পি.এম-১৩)
		দলনেতা	-	শাওলীন সুলতানা (পি.এম-১৩)

বিজয়ী দল - **বিপক্ষ দল** (পি.এম-১৩)

শ্রেষ্ঠ বক্তা - শাওলীন সুলতানা (পি.এম-১৩)

কো-কারিকুলার পুরস্কার ২০২৫

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আবৃত্তি		১ম স্থান	আবু নাহিদ (পি.এম-০৫)
		২য় স্থান	মাহিন মুসফিক (পি.এম-১১)
		৩য় স্থান	মৈন্দ্রিলা সরকার (পি.এম-১১)
কৌতুক		১ম স্থান	রাজিউদ্দিন রুমি (পি.এম-১৪)
		২য় স্থান	ইশতিয়াক সাকিফ (পি.এম-১১)
		৩য় স্থান	মাহিন মুশফিক (পি.এম-১১)
সংগীত:			
রবীন্দ্র সংগীত		১ম স্থান	মেহজাবিন মাহমুদ লাবণ্য (পি.এম-১০)
		২য় স্থান	তাসনুভা তাসনীম (পি.এম-১৪)
		৩য় স্থান	মৈন্দ্রিলা সরকার (পি.এম-১১)
নজরুল সংগীত		১ম স্থান	মেহজাবিন মাহমুদ লাবণ্য (পি.এম-১০)
		২য় স্থান	আদিবা ইসরাত লাবণ্য (পি.এম-১১)
		৩য় স্থান	তাসনুভা তাসনীম (পি.এম-১৪)
আধুনিক গান / লোকগীতি		১ম স্থান	মৈন্দ্রিলা সরকার (পি.এম-১১)
		২য় স্থান	নুজহাত নাওয়াল (পি.এম-১৪)
		৩য় স্থান	আদিবা ইসরাত লাবণ্য (পি.এম-১১)
			তাসনুভা তাসনীম (পি.এম-১৪)
অভিনয়	**একক**	১ম স্থান	মাহিন মুশফিক (পি.এম-১১)
অভিনয়	**দলীয়**	১ম স্থান	ইসতিয়াক সাকিফ (পি.এম-১১) ও তার দল
		২য় স্থান	শিহাব বিন আহমেদ (পি.এম-১৪) ও তার দল
		৩য় স্থান	তাসনিম শেহ্‌জাবীন মাহাবুব (পি.এম-১২) ও তার দল
			আবরার মাহমুদ সিয়াম (পি.এম-১৪) ও তার দল

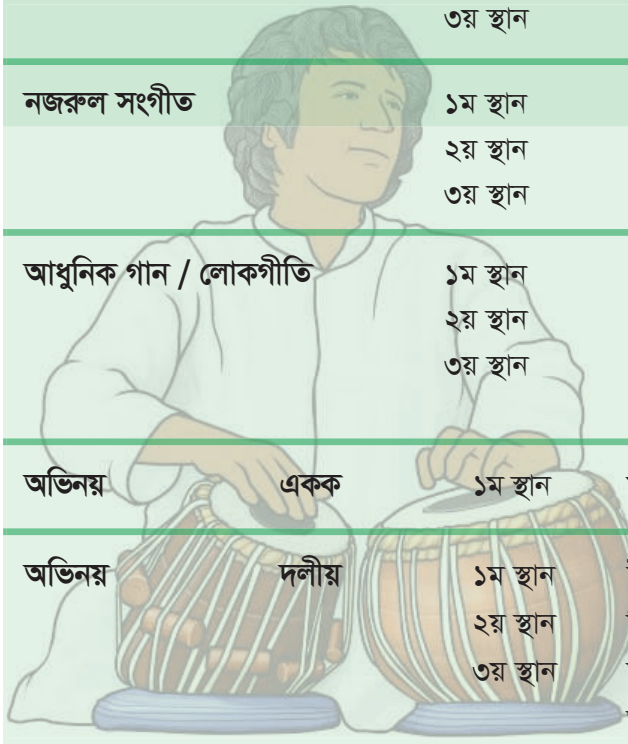

কো-কারিকুলার পুরস্কার ২০২৫

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

উপস্থিত বক্তৃতা (ছাত্র)		১ম স্থান	ইসতিয়াক সাকিফ (পি.এম-১১)
		২য় স্থান	শামিমা আফরোজ (পি.এম-১৪)
		৩য় স্থান	তাসনিমুল তাহমিদ (পি.এম-১৪)
উপস্থিত বক্তৃতা (ছাত্রী)		১ম স্থান	মোজেজা বিনতে নিজাম (পি.এম-১৪)
		২য় স্থান	নিনাভা নূর আহসান (পি.এম-১৪)
		৩য় স্থান	তাসনিমুল তাহমিদ (পি.এম-১৪)
নৃত্য	**একক**	১ম স্থান	তাসনিন শেখ (পি.এম-১৩)
		২য় স্থান	জান্নাত ই তাজরিমিন (পি.এম-১১)
		৩য় স্থান	রামিসা আঞ্জুম প্রমি (পি.এম-১১)

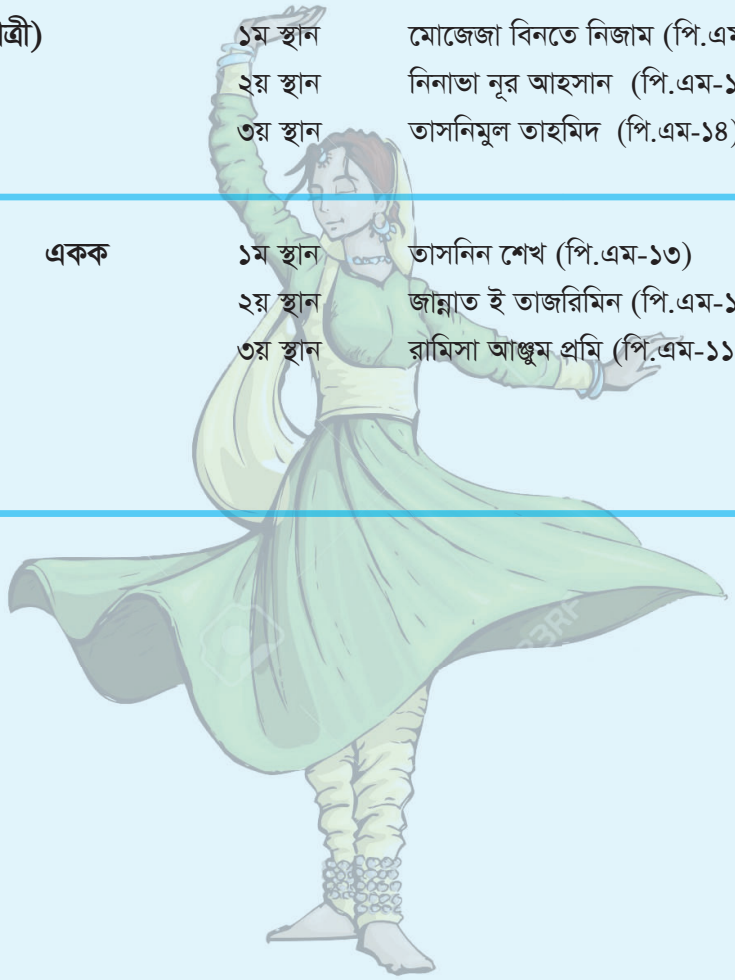

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা

লুডু	**একক**	চ্যাম্পিয়ন	নুঝাত নাওয়াল (পি.এম-১৪)
		রানার্স আপ	নওশিন তাবাস্‌সুম রিফা (পি.এম-১৪)
লুডু	**দ্বৈত**	চ্যাম্পিয়ন	জাকিয়া জান্নাতি (পি.এম-১১) জারিন সুবহা (পি.এম-১১)
		রানার্স আপ	আমেনা আনজুম (পি.এম-১১) নাজিয়া শেখ (পি.এম-১১)
ক্যারাম	**একক**	চ্যাম্পিয়ন	নুঝাত নাওয়াল (পি.এম-১৪)
		রানার্স আপ	জুম্মি নাহিদা (পি.এম-১২)
ক্যারাম	**দ্বৈত**	চ্যাম্পিয়ন	নওশিন তাবাস্‌সুম রিফা (পি.এম-১৪) শ্রেষ্ঠা শাওকাত (পি.এম-১৪)
		রানার্স আপ	আমেনা আনজুম (পি.এম-১১) মেহরুখ তুরজানা (পি.এম-১১)

কো-কারিকুলার পুরস্কার ২০২৫

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ছাত্রদের প্রতিযোগিতা

টেবিল টেনিস	**একক**	চ্যাম্পিয়ন	শরীফ গোলাম রাব্বি (পি.এম-০৭)
		রানার্স আপ	আবিদুল মুহাইমিন রাহ্বার (পি.এম-১১)
টেবিল টেনিস	**দ্বৈত**	চ্যাম্পিয়ন	মোহাম্মদ ফাহমিদ তাশাওয়ার (পি.এম-১২) শরীফ গোলাম রাব্বি (পি.এম-০৭)
		রানার্স আপ	মেরাজ মুহাম্মদ মুমিন (পি.এম-১২) মো: জায়েদ বিন উল্লাস (পি.এম-১১)
ক্যারাম	**একক**	চ্যাম্পিয়ন	খাইরুল আমিন (পি.এম-১২)
		রানার্স আপ	মো: জায়েদ বিন উল্লাস (পি.এম-১১)
ক্যারাম	**দ্বৈত**	চ্যাম্পিয়ন	নাফিজুল ইসলাম নাবিক (পি.এম-১৩) ওবায়দুল হক প্রিন্স (পি.এম-১৩)
		রানার্স আপ	আবদুল্লাহ নাজিম (পি.এম-১৩) মেহেদী হাসান বিজয় (পি.এম-১৩)

সাহিত্য অঙ্গন

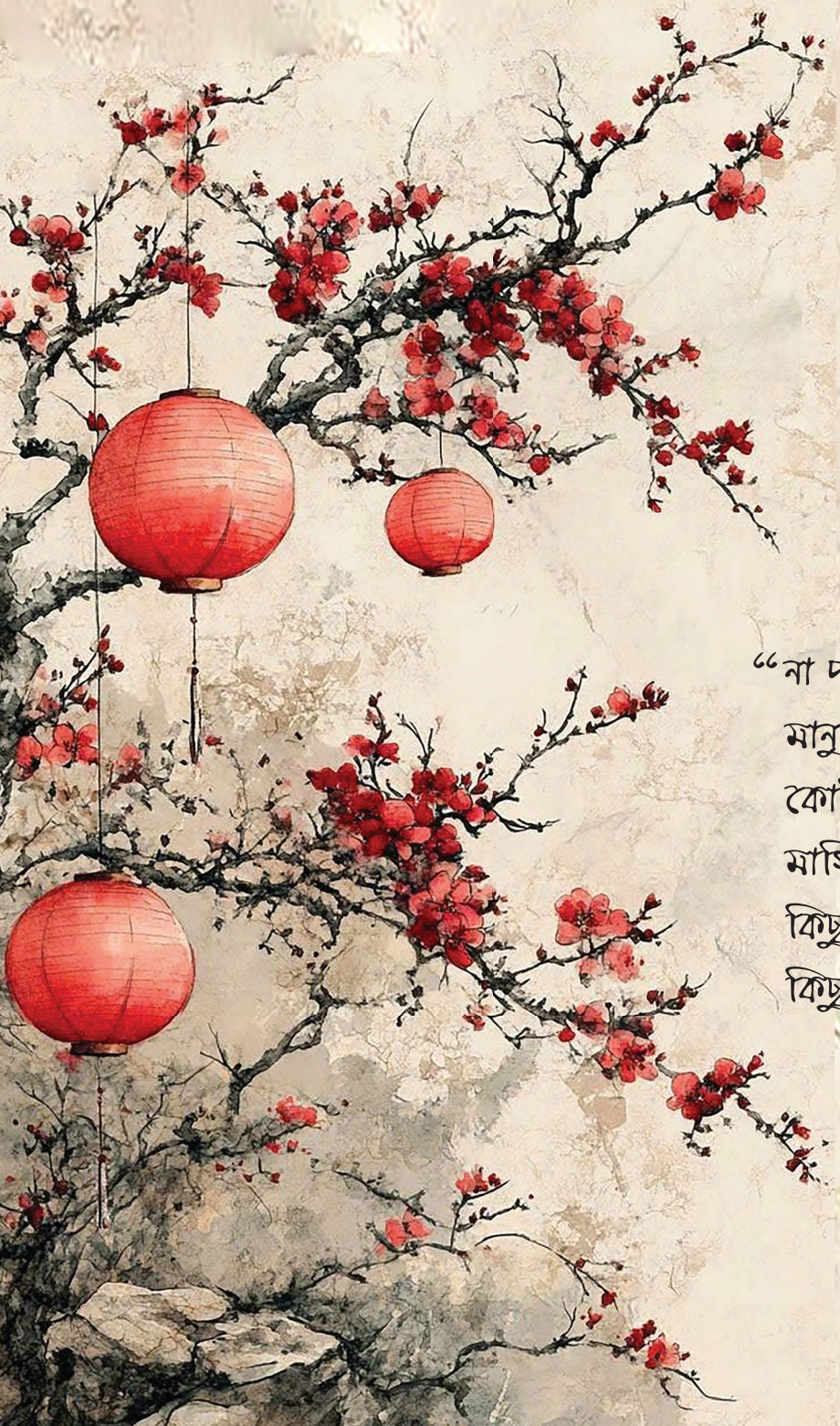

"না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে –
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় হাওয়া

নাহিদ নিলয়
পি.এম-০৫

আমি হয়তো ঠিক বলতে পারবো না
হঠাৎ করে দখিণ জানালা দিয়ে একটা শুনশান ঠান্ডা বাতাস
বুকের মধ্যে বয়ে গেলে কতোটা প্রশান্তি লাগে ।
শুধু অনুভব করতে পারি, তোমাকে নিজের বলে ভাবতেই
এর থেকে নিযুত কোটি প্রশান্তি অনুভব করি ।

তুমি জলের মত শান্ত শীতল হয়ে যখন গড়িয়ে পড়ো আমার বুকে
আমি সে জল কুড়াতে কুড়াতে ক্লান্ত হয়ে যাই ।
আমি জলের সাথে মিশে যাই, তোমার সাথে মিশে যাই ।
মিশতে মিশতে ভাবি, একজন হোপলেস
রোমান্টিক প্রেমিকের মাঝে কি খুঁজে পেলে ?

এইযে এত প্রেম নিয়ে হাজির হয়েছো দুয়ারে,
যেখানে অনন্তকাল বসে ছিলাম
নীরব আর নীরবতার সাক্ষী ছিলাম, প্রহর গুণেছিলাম
এই শহরে তোমার মত একজন প্রেমিকার ।
অপেক্ষা আমাকে করেছে ক্লান্ত ।

শীতের পাতার মত সময়ে অসময়ে আমার ঝরে যাওয়ার দিনে,
তখন তুমি দখিনা বাতাস হয়ে এলে ।
একটা এলোমেলো জীবন, সে হাওয়ায়
আকাশের বুকে বৃষ্টি হয়ে নেমে এল ।
আমি বোঝাতে পারবোনা
এই বৃষ্টিতে কতকিযে ওলট পালট হয়ে গেছে আমার ।

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি,
এখন আর কিছুই দেখি না।
দেখিনা সেই জীর্ণ, শীর্ণ, ভাঙা পাজরের মানুষটাকে ।
দেখিনা সেই নীরব আর নিস্তব্ধতায় মোড়ানো
ভালোবাসাহীন ধুধু প্রান্তরকে ।

আজ আমার বুকে বৃষ্টি ভীষণ ,
শুধু অনুভব করি, যে হাওয়ায় বুক ভেসে যায়
প্রশান্তি নামে, ভালোবাসা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পরে,
তুমিই সেই হাওয়া।
তুমিই প্রথম রজনীতে ফোঁটা বেলীফুলের সেই সুবাস,
যে ঘ্রাণে আমি মাতাল হয়ে যাই
আবার প্রেমিক হয়ে জন্ম নেই।
প্রেমিক হয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসি জলের মত ।
যে জলে তুমি গড়িয়ে পড়ো আমার বুকে ।

প্রিয় হাওয়া এই প্রেমিকের বুকে সযত্নে বয়ে যেও ।

পতিতা

অধ্যাপক খন্দকার এ. করিম
অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগ

গলির মাথায় ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে
ল্যাম্পপোষ্টের মিটিমিটি আলো অন্ধকারে
একটি শরীর হাতড়ে বেড়ায় তার খদ্দের
কোন জৈবিক তাড়নায় নয়, দুমুঠো অন্নের।

কিইবা বয়স তার, একুশ কিংবা বাইশ
লিকলিকে যৌবনে সস্তা আবরনের প্রয়াশ
ছোপ ছোপ দাগে ভরা কপোলে, ঠোঁটে
সস্তা প্রসাধনীর অজস্র ব্যবহার।

অন্যদিকে

সুউচ্চ অট্টালিকার পরিচ্ছন্ন বসতবাটি
চাকচিক্য আর জৌলুশের বাহারি
পরিপাটি, কোমল শরীরটা তার খুজে বেড়ায়
জৈবিক শারীরিক কামনা বাসনায়।

ছুটে চলে দুপুর সন্ধা কিংবা রাতে
আভিজাত্য মিশানো রঙ্গিন কোন জগতে
নিজেকে বিলিয়ে দিতে, হারিয়ে যেতে
নামীদামী কোন পাঁচতারকায় বা অট্টালিকায়।

একজন পেটের ক্ষুধায় বিক্রি করে দেয় সম্ভ্রম
অন্যজন বিকৃত কামনা বাসনার জন্য
প্রেমের পশরা সাজায়
কালনাগিনীর ফনার মত।।

লিফট

ডা. ফয়সাল জয়নাল আবেদীন
প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

- নানি, এতো রাতে খাবার নিয়ে কোথায় যান?
- নাতীনডা অসুস্থ বাবা, জিদ ধরছে চিপ্স আর জুস খাইবো, তাই আর কি একটু নিয়ে আসলাম।
- তা এতো রাতে এগুলা কোথায় পেলেন? আশে পাশে তো কোন দোকানও খোলা নেই, মাত্র দেখে আসলাম আমরা।
- নানি কিছু না বলে একটু মুচকি হাসলো। এই বয়সেও সামনের সবগুলা দাঁত ইন্ট্যাক্ট দেখে হানিফ প্রশংসা করলো।

দুপুর ১ টা বেজে ৩০ মিনিট।

"দ্রুত কাজ শেষ কর, এরপর আগামীকালকের কেস প্রেজেন্টেশানটা ঠিকঠাক কর, ভালো করে রোগীর হিস্ট্রি নে, হিস্ট্রি ছাড়া কোন রোগ ডায়াগনোসিস হয়না বুঝলি?" এক নাগারে ইন্সট্রাকশন দিয়েই যাচ্ছেন সাদিক ভাই। মেডিসিন ওয়ার্ডে যে কয়জন রেজিস্ট্রার আছে তাঁর মধ্যে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সদালপী ও বিচক্ষণ। এ জন্য স্যাররা সবাই তাকে যারপরনাই ভালোবাসেন।

১ মাস হলো মেডিসিন ওয়ার্ডে প্লেসমেন্ট হয়েছে জিসানের। গাইনী ও সার্জারি শেষ করে এসে মেডিসিন তাঁর লাস্ট প্লেসমেন্টই। আর মাত্র ৩ মাস, তারপর কেউ আর ইন্টার্নি ডাকবেনা তাকে। ভাবতে ভালই লাগছে। মেডিসিনের ৪ টি ইউনিটের মধ্যে ইউনিট ২ তে সবকিছুই একটু কড়াকড়ি। তাঁর এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার এহসান ভাই ছুটিতে গেছেন পরীক্ষা দিবেন বলে। তাই সাদিক ভাইয়ের কাছ থেকে হেল্প নেয়া। রেজিস্টার স্যার হলেও সাদিক ভাই বলার কারন তিনি নিজেই। জয়নিংইয়ের প্রথম দিনই নাকি তিনি ঘোষনা দিয়েছিলেন তাকে ভাই বলে ডাকতে হবে, স্যার বলা যাবেনা। শুরুতে বেশ কয়েকজন স্যার আপত্তি করলেও পরবর্তীতে তাঁর ব্যবহার ও কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কথাই মেনে নিয়েছে সবাই। আজ জিসানের ইভিনিং ফলোয়ড বাই নাইট কাম কম্পালসারি মর্নিং, তাঁর উপর কেস প্রেজেন্টেশান। নতুন একটা রোগী এসেছে, পার ইউরেথ্রাল ডিসচার্জ নিয়ে, বিদেশ থাকে, সাস্পেক্টেড গনোরিয়া।

বিকাল ৫.১৫ মিনিট

হিস্ট্রি নেয়া শেষ করে সবে এসে রুমে বসেছে। বন্ধু হানিফ আরও ২ জন জুনিয়ারকে নিয়ে রুমে ঢুকলো। ফাইনাল ইয়ারে পড়ে তারা, একটা HCR এর রোগী হানিফ রিসিভ করেছিল গত রাতে, সেটার ডিটেইলস নিতে এসেছে। একটু তাকিয়েই আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল জিসান। কেস টা সুন্দর ভাবে রেডি না হলে প্রফেসর তাকে চিবিয়ে খাবে।

প্রফেসর কবীর স্যার ইউনিট হেড, অত্যন্ত কড়া মানুষ। তার সম্পর্কে একটা মিথ প্রচলিত আছে। স্টুডেন্ট এর হেঁটে আসা দেখলেই নাকি তিনি বলে দিতে পারেন সে পাশ করবে নাকি ফেল! এ তাঁর এক আজব গুণ যেটা আবার অধিকাংশ সময়ই মিসফায়ার করে, কি ভয়ঙ্কর! তবে যাই হোক, কেস প্রেজেন্টেশনের দিন তিনি বাঘের মতো হুংকার দিয়ে সবার কাছ থেকে নিজের ইউনিট কে আগলিয়ে রাখেন, এ জন্য বেশ সুনামও আছে তাঁর।

- "এই নে কফি"। ইনভেস্টিগেশানের ফাইলে ডুবে থাকা জিসান মুখ তুলে দেখে বন্ধু হানিফ।
- "কোথায় পেলি?!"
- ঐ যে পোলাপাইন দুইটা যে আসছিল, গিফট! (মুখে হাসি)।

হালকা পড়াশোনা আর গল্পেই কেটে গেল বিকালটা। রাতের রাউন্ডটা ঝড়ো বেগে শেষ করে দুইজনে বসলো কি খাওয়া যায় চিন্তা করতে। অনেক নীরিক্ষার পর ঠিক হলো, ক্যান্টিনের দুলাল কে দিয়ে ভর্তা ভাজি আর ডাল আনিয়ে নেবে। হাতের কাজ শেষ করে খেতে খেতে রাত ১১.০০ টা। হঠাৎ করেই দুটা খারাপ রোগী এক সাথে ভর্তি হওয়ায় তাদের আর রাতের চা খাওয়া হলোনা। রোগী ম্যানেজ করতে করতে কখন যে ১ টা বেজে গেল টেরই পেলনা।

- চল চা খেয়ে আসি বোরহানের দোকান থেকে, বললো হানিফ।
- হুম, মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, খিদেও লেগেছে। চল চা আর কেক খাই।

কথা বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ৮ তলা থেকে নেমে গেলো দুই জনে।

নভেম্বর মাস। হালকা শীতের আমেজ। এই রাত ১টায় ও বোরহানের সেই পাতলা লিকারের জঘন্য চা তাদের কাছে অমৃত মনে হলো। সেদ্ধ ডিম নিয়ে এক লোক বসে আছে। এক হাতে কেক নিয়ে ডিম সেদ্ধ খেতে খেতে যেই দুই জনে মেইন বিল্ডিং এ আসলো, লিফট বন্ধ। সর্বনাশ! রাত ১২ টার পর নতুন বিল্ডিংয়ের লিফট গুলা বন্ধ থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হল, পুরাতন বিল্ডিং এর সেই লিফট আর না হয় সিঁড়ি। সেই লিফট বলার কারণ হলো এটাকে নিয়ে অনেক কাল্পনিক ঘটনা প্রচলিত আছে।

পুরাতন বিল্ডিং আসলে বেসিক সাইন্স এর বিল্ডিং। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। মেরামতের উপরেই থাকে সারা বছর। মালবাহী ট্রেনের বগির মতো একটা জীর্ণ শীর্ণ লিফট দিয়েই সবাই ফিজিওলজি, এনাটমী, বায়োকেমিস্ট্রি, অপথালমোলজী এবং আরও দুটি ডিপার্টমেন্ট পার হয়ে পেডিয়েট্রিক্স ওয়ার্ডে ৭ তলায় যায়। সেখান থেকে লম্বা একটা করিডর পার হয়ে মেইন বিল্ডিং। মজার ব্যাপার হলো এই লিফট রাত ১টার পর থেকে নাকি আপনা আপনি চলে। প্রতিবারই এনাটমীর ৩ তলায় এসে নিজ থেকেই খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন গল্পকথা প্রচলিত আছে হাসপাতালের বিভিন পুরোনো কর্মচারীর মাধ্যমে যে রাতের বেলা এনাটমী ডিসেকশন হল থেকে নাকি খুলি ভাঙ্গার আওয়াজ শোনা যায়, প্রায়ই কেউ নাকি জোরে কেঁদে উঠে, অনেকে বলে ডিপার্টমেন্টের কলাপ্সিবল গেট ধরে বলে একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে ভেতরে ডাকে, আরও অনেক কিছু গল্প করতে করতে পুরাতন বিল্ডিংয়ের লিফট এর কাছে চলে এলো তারা। হঠাৎ করেই হানিফ বললো,

- দোস্তো এইটা তো ভূতের লিফট! চল সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই, আমার কেমন জানি লাগছে। সারাদিন পরিশ্রমে শ্রান্ত জিসান আগুন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললো, - তোর থেকে আর বড় ভূত আছে নাকি? পারবোনা আমি হেঁটে উঠতে, তুই যা, আমি লিফটেই যাব"। হানিফ আরও কিছু বলার চেষ্টা করলো, জিসান না শোনার ভান করে হাতের কেক এর প্রতি মনোনিবেশ করলো। এমন সময় এক বয়স্ক মহিলা হাতে বেশ কিছু চিপ্স, কেক আর জুস নিয়ে এসে তাদের সাথে দাঁড়ালো। লিফটে উঠবে।

দুই একটা টুক টাক কথা সেরে সবাই চুপ করে রইলো। কল দেয়া হয়েছে, আসছে লিফট।

হানিফের কবুতরসম সাহস কে ধিক্কার জানিয়ে নানীর সাহসের পরিচয় দিল জিসান। গ্রামের মানুষজন অনেক সাহস রাখে। রাতের বেলা একাই চলাচল করে অভ্যস্ত তারা। ভূতের ভয় ডর কম বলে অনেক কে আলো ছাড়াই চলাফেরা করতে দেখেছে সে।

লিফট চলে আসলো, আগে নামবে বিধায় সামনে উঠলো দুই জনে, বয়স্ক মানুষটা মাঝখান দিয়ে তাদের পেছনে যেয়ে দাঁড়ালো। ছোট বেলা থেকেই নিজের ঘ্রাণ শক্তির উপর অগাধ আস্থা জিসানের। অদ্ভুত এক কর্পূরের গন্ধ নাকে ধাক্কা খেল, মনে করতে পারলোনা কিসের। লিফট উঠতে শুরু করলো। লেভেল ২ যেতেই হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলো।

প্রায় ১০ মিনিট, এখনো কেউ আসলোনা। বিদ্যুৎ আসারও নাম নেই। গরমে ঘামে ভিজে গেল শরীর। হানিফেরও ত্রাহি অবস্থা। একে তো পুরোনো লিফট তাঁর উপর ঘুটঘুটে অন্ধকার। চিন্তায় পড়ে গেল দুই জন, এত রাতে কোন লিফট ম্যান কি আসবেনা উদ্ধার করতে? এ অবস্থা সকাল পর্যন্ত তো গড়াবেই না, অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে আগেই মরে যাবে তারা। হানিফ জোরে জোরে দোয়া পড়তে শুরু করলো, জিসানও আল্লাহ কে ডাকতে থাকলো। কিছুক্ষণ পরেই কারেন্ট চলে আসলো। আবার লিফট চলতে শুরু করলো। দুই জনেই হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

৭ম তলায় এসে লিফট খুললো। কর্তৃপক্ষকে দুষতে দুষতে ডিপার্টমেন্ট এসে অন্য ইউনিটের বেড়াতে আসা আরও চার জনের সাথে তাদের দেখা হলো। ঘটনা সব খুলে বলা হলো। হানিফ চুপ করে আছে বেশ কিছুক্ষন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলো, - "দোস্তো, আমরা তো নামলাম লিফট থেকে, ঐ বুড়িটাকে তো দেখলামনা নামতে, লিফট খালি ছিল"।

চুপ হয়ে গেল সবাই।

একটু ভেবে দেখলো জিসান, আসলেই তো, বুড়ো মহিলাটাকে তো নামার সময় দেখলামনা, আমরা শুধু দুই জনই ছিলাম। মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো সে কিন্তু হানিফের কনফিডেন্স দেখে একটু দমে গেল। জিসান বললো - "চল বুড়িকে খুঁজে আসি"। যেই বলা সেই কাজ। হই হই রই রই করে ওরা ৭ - ৮ জন মিলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, ফ্লোর, পুরো হাসপাতাল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন বুড়ো মহিলার দেখা পেলোনা। এমনকি শিশু ওয়ার্ডেও কোন শিশুর বেডে রাতের দেখা সেই চিপ্স, জুস নেই। হতাশ মনে সবাই ফিরে গেলেও নিশ্চুপ আতংক নিয়ে ওরা দুই জন ফিরে গেলো নিজেদের রুমে, সারারাত দুই জনের নির্ঘুম কাটলো, কেউ কোন কথা বললোনা।

সকাল হতেই প্রেজেন্টেশনের চিন্তায় জিসানের কপালের বলি রেখায় ভাঁজ পড়লো ঠিকই কিন্তু মনের কোনে সেই বয়স্ক মহিলার চেহারা ভাসতে থাকলো। হানিফও আনমনে চুপ চাপ ফোনের স্ক্রীনে আঙ্গুল ছুঁয়ে গেল।

কোনরকম ভাবে প্রেজেন্টেশন শেষ হলো। হানিফকে সাথে নিয়ে নাস্তা খেতে রওনা হয়েছে মাত্র, এমন সময় পেডিয়েট্রিক্সের নুরুল হক স্যারের সাথে দেখা, চিন্তিত চেহারায় করিডর ধরে হেঁটে আসছে। হাস্যজ্জ্বল মানুষটাকে এরকম দেখে দুই জনেরই সন্দেহ হলো। মনে হয় কোন রোগী খারাপ হয়ে গেছে। ওয়ার্ডে যেয়ে খবর নিয়ে দেখে গতকাল রাতে একটা ছোট বাচ্চা মারা গেছে, ঘুমের মধ্যে, বাচ্চার মাও টের পায়নি। সকাল বেলা অবধি বাচ্চাকে ঘুমাতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয় তখনই বুঝতে পারে যে আর নেই।

হানিফ তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো তারা।

মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু। কে ছিল সেই বয়স্ক মহিলা?! এই লিফট সম্পর্কে যা যা শুনেছে তা কি আসলেই সত্যি তাহলে?!

সপ্তাহ কয়েক পরের ঘটনা। চা নিয়ে উপরে উঠছে জিসান, দুই সপ্তাহের প্লেসমেন্ট পেডিয়েপিট্রক্সে। হঠাৎ লিফটের দরজা খুলে গেল। তাকাতেই চোখ পড়লো স্টুডেন্টরা সবাই বোনস হাতে। এনাটমী ডিপার্টেমেন্টে। সে তো লিফটে একা, বোতামও চেপেছে ৭ এ। তাহলে কিভাবে চিন্তা করতে করতেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এবার আর চিনতে ভুল হলোনা তাঁর। লিফট ভরে গেছে অদ্ভুত সেই কর্পূরের গন্ধে। হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে গেল জিসানের।

ঘাড় বেয়ে ঠান্ডা একটা শিহরণ যেন নেমে গেল।

দম বন্ধ হয়ে আসছে তাঁর .....

বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

সুমাইয়া বিনতে গোলাম মোস্তফা
পি.এম-১২, রোল-৮৫

বর্তমান বিশ্বের চিকিৎসা ব্যবস্থা দিনকে দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও প্রকট। এমন বাস্তবতায় স্বাস্থ্যসেবায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ভূমিকা কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

১. **চিকিৎসা ব্যবস্থার জটিলতা, জনসংখ্যার চাপ, গ্রামীণ চিকিৎসার অভাবঃ** বাংলাদেশের মতো দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বহুমাত্রিক সংকট দেখা যায় । বিশাল জনসংখ্যা, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র, এবং দক্ষ চিকিৎসকের অভাব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা প্রাপ্তি কঠিন করে তুলেছে। একজন রোগীর সঠিক ডায়াগনসিস, ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং এবং পর্যবেক্ষণ- এই প্রতিটি ধাপে রয়েছে জটিলতা। ঠিক এখানেই AI কার্যকর হতে পারে-দ্রুত ও নিখুঁত ডায়াগনসিস, পূর্বাভাস ও ডিজিটাল কনসালটেশন প্রদান করে।

২. **ডাক্তারদের উপর অতিরিক্ত চাপঃ** সরকারি হাসপাতালে গড়ে শতাধিক রোগীর পেছনে একজন চিকিৎসক থাকেন। এই অতিরিক্ত চাপের ফলে সময় স্বল্পতা, ভুল নির্ণয়, এবং চিকিৎসকের কর্মজীবনে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় । AI এই চাপ হ্রাস করতে পারে-প্রাথমিক রোগ চিহ্নিতকরণ, রিপোর্ট অ্যানালাইসিস এবং হেল্পডেস্কের মতো সাপোর্টিভ সেবা দিয়ে। ফলে ডাক্তাররা গুরুতর ও জটিল কেসগুলোতে বেশিমনোযোগ দিতে পারেন।

৩. **করোনা মহামারিতে AI-এর ভূমিকাঃ** কোভিড-১৯ ছিল আমাদের জন্য এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে AI তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে-

- প্যান্ডেমিক পূর্বাভাস: AI মডেল ব্যবহার করে সংক্রমণের বিস্তার আগেই পূর্বাভাস দেওয়া গিয়েছিল।

- ডাটা অ্যানালাইসিস: লক্ষ লক্ষ রোগীর ডেটা বিশ্লেষণ করে রোগের প্রকৃতি বোঝা, ট্রিটমেন্ট মডেল তৈরি এবং ওষুধ গবেষণায় সহায়তা করেছে।
- হেল্পলাইন বট: ঘরে বসেই রোগীরা AI চালিত চ্যাটবোটের মাধ্যমে উপসর্গ জানিয়ে প্রাথমিক গাইডলাইন পেতে পেরেছেন। এবং সহায়তা পেয়েছন।
- রোবটিক নার্সিং: ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে রোবট নার্স ব্যবহার করে চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছানো, টেম্পারেচার চেক ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

৪. **আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় AI এর ভূমিকাঃ**

রোগ নির্ণয় (Disease Diagnosis): AI বর্তমানে জটিল রোগের সঠিক এবং দ্রুত নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- IBM Watson: এই সুপরিচিত AI সিস্টেম ক্যান্সারের মতো রোগ শনাক্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি হাজার হাজার গবেষণা, মেডিকেল জার্নাল ও ক্লিনিকাল ডেটা বিশ্লেষণ করে নির্ভুল ডায়াগনসিস এবং ট্রিটমেন্ট সাজেস্ট করতে সক্ষম।
- Google DeepMind: বিশেষ করে চক্ষু রোগ (retinopathy, glaucoma) এবং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ে DeepMind Al আশ্চর্যজনক নির্ভুলতা দেখিয়েছে। এটি চোখের স্ক্যান বিশ্লেষণ করে খুব দ্রুত রোগের উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারে - অনেক সময় মানবচক্ষুও যেখানে ব্যর্থ হয় ।

ভার্চুয়াল নার্স (Virtual Nurse): যেসব রোগীর নিয়মিত চেকআপ বা প্রশ্ন থাকে, তাদের জন্য ভার্চুয়াল নার্স কাজ করছে ২৪ ঘণ্টার সহকারী হিসেবে।

- Florence: এটি একটি চ্যাটবট-ভিত্তিক ভার্চুয়াল নার্স, যা রোগীদের ওষুধ খাওয়ার সময় মনে করিয়ে দেয়, হেলথ টিপস দেয় এবং স্বাস্থ্যবান থাকার পরামর্শ দেয়।
- Molly: এটি একটি AI নার্স যা রোগীর অবস্থা অনুযায়ী মেডিকেল পরামর্শ দিতে পারে এবং ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়ার আগ পর্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

রিমোট পেশেন্ট মনিটরিং (RMP): যেসব রোগী হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য AI চালিত রিমোট মনিটরিং ব্যবহার হচ্ছে। AI সেন্সর ও ডিভাইসের মাধ্যমে রোগীর বাড প্রেসার, শ্বাস-প্রশ্বাস, গ্লুকোজ লেভেল ইত্যাদি নিয়মিত মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিপদজনক পরিবর্তন ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ট পাঠানো হচ্ছে চিকিৎসকদের কাছে। এতে বিশেষকরে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও বয়স্ক রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও নিরাপদ ও স্বয়ংক্রিয় হয়েছে।

ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড অ্যানালাইসিস (EHR): AI প্রযুক্তি এখন লক্ষ লক্ষ রোগীর ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন রোগের প্রবণতা, কার্যকর ট্রিটমেন্ট মডেল এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। এতে করে- রোগের প্রাথমিক চিহ্ন পাওয়া সহজ হচ্ছে, রোগীর অতীত চিকিৎসা ইতিহাস দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় ও মানবিক ভুল কমে যাচ্ছে।

তাসনিম শেহ্‌জাবীন মাহাবুব
পি.এম-১২, রোল-৬৭

এখনকার fast pace শিল্পায়িত পৃথিবীতে যেখানে প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগ রোগ এর প্রাদুর্ভাব ঘটছে, ততই দ্রুত তার নির্ণয় ও নিরাময় করার ও চেষ্টা চলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এর কারনে প্রতিদিনই খবরে দেখা যাচ্ছে নতুন কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক Virus এর স্ট্রেইন আবিষ্কৃত হচ্ছে, যেগুলো আমাদের জন্য অসম্ভ ভয়ের বিষয়। এগুলো নিয়ে পরিক্ষা-নিরিক্ষা-গবেষণা- বিশ্লেষণ সবই সম্ভব হচ্ছে আজকের AI এর আশীর্বাদ এ। Microscope থেকে শুরু করে, Computer, Calculator সবই তার উদাহরণ। একটা computer ছাড়া আজকের বৈজ্ঞানিকরা ডাটা বিশ্লেষণ বা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের বৈজ্ঞানিকরা বিশ্লেষণ এবং সাথে তুলনা করা, সেটা প্রকাশ করে বিশ্বের সবার কাছে মিনিটের মধ্যে মুঠোফোনে বা খবরে প্রচার করা, এইসব AI এর মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। COVID-19 এতো জলদি WUHAN এর মাছের বাজার থেতে শনাক্তকরন না হতো তাহলে পৃথিবীর দেশগুলো এত আগের থেকে শতর্কতা অবলম্বন করতে পারতোনা। হয়তো মৃতের সংখ্যা ৭০ লক্ষ না হয়ে আর ও ১০০ গুন বেশি হতো, যেমনটা স্প্যানিশ ফ্লু তে হয়েছিল ৫ কোটি।

১. **রোগ শনাক্তকরণে AI-এর ভূমিকা :** রোগ শনাক্তকরণে AI-এর ভূমিকা অপরিসিম বলাই যায়। AI এখন চিকিৎসকের সহায়ক শক্তি, বিশেষ করে Cancer, Neuro disorder, diabetes ইত্যাদি রোগের প্রাথমিক সনাক্তকরণে এর নির্ভুলতা ৮৫% এর বেশি। পৃথিবীতে ৮ জন এর ১ মহিলা তার জীবদ্দশায় স্তন Cancer এ আক্রান্ত হয়, কতটা চাপ তা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর তৈরি করতে পারে তা তো বুঝাই যাচ্ছে। তবে Google's DeepMind Cancer শনাক্তে ৮৯% নির্ভুলতা দেখিয়েছে। ফলে doctor নির্ভুলে Cancer শনাক্ত এবং দ্রুত দ্রুত চিকিৎসা দিতে পারছেন। IBM Watson, MRI বিশ্লেষণ করে Parkinson's শনাক্ত করছে ৯০% নির্ভুলতার। এর সাথে IDF Diabetes Atlas এক মতে ২০-৭৯ বয়সের মধ্যে ৯ জনের ১ জন DM এ আক্রান্ত, তার মধ্যে ২ জন এর ১ জন এর রোগ নির্ণয় করা হয়না, Medtronic & IBM Watson দিয়ে Diabetes attack এর

পূর্বাভাস দিতে পারছে রিয়েল-টাইম ডেটায়, তাতে DM এবং এর সাথে জড়িত সকল রোগ, যা মানুষের জীবন ব্যবস্থা অসহায় করে দিতে পারে, তা অতি দ্রুত নির্ণয় এবং নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এ যদি বলা হয় PRAAVA Health, CMED Health এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ইতোমধ্যে AI-integrated diagnostic এর ব্যবহার করছে, যেগুলোর webpage এ গেলেই দেখা যায় তারা ইতিমধ্যেই অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক পরিষেবাগুলিতে সাতটি ল্যাবরেটরি রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম মলিকুলার Cancer ডায়াগনস্টিকস ল্যাবরেটরি এবং বিস্তৃত ইমেজিং পরীক্ষা।

২. **Emergency response ব্যবস্থায় AI**: দ্রুত মোবাইল এ একটা নম্বর টিপলেই তারাতারি Ambulance ডাকা এবং রাস্তায় Tracking করা, AI GPS দিয়ে দ্রুত রুট নির্ধারণ করে, Traffic অতিদ্রুত Bypass করে রোগীকে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে Hospital এ।

৩. **ICU Bed allotment:** কোন Hospital এ কত Bed ফাকা-রিয়েল টাইমে জানায়, যাতে patient এর কষ্ট বা ধকল না হয়, Hospital থেকে ফিরে যেতে না হয়।

- "X-ray, CT Scan, MRIs ইত্যাদির মতো চিত্রের ব্যাখার জন্য ইতিমধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করা করা হচ্ছে, কারণ চিত্র পড়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সরঞ্জামগুলিকে প্রশিক্ষণ দেয়া সহজ। এটি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় দ্রুত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ মানুষ প্রতিটি ছবির সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেনা, বিশেষে করে যখন Turnaround সময় কম হয়, তবে AI কে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।" যেখানে প্রতিটা মুহূর্ত একজন emergency রোগীর জন্য জীবন মরণের লড়াই, সেখানে একজন Doctor এর তরি-ঘড়ির ছোট ভুল ও বয়ে আনতে পারে ভয়াবহ ফল।
- বাংলাদেশে DGHS-এর Central Bed Management System Al -এর সহায় তায় কাজ করছে। ফলে AI এখন জরুরীর স্বাস্থ্যসেবাকে করছে আরও দ্রুত, কার্যকর ও পরিকল্পিত।

৪. **AI চ্যাটবট ও টেলিমেডিসিন:** টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যেখানে গ্রামীণ এলাকায় ডাক্তার স্বল্প, সেখানে AI চ্যাটবট ও টেলিমেডিসিন মানুষের কাছে সহজে চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিচ্ছে ওতি দ্রুতই।

- Babylon health: লক্ষ লক্ষ মানুষ AI chatbot দিয়ে প্রতিদিন উপকৃত হয় । আরোগ্য App, Maya Apa (Bangladesh): রংপুরের এক কৃষক জ্বর, সর্দি ও কাশি এর বেশি উপসর্গ নিয়ে "Maya Apa"-তে প্রশ্ন করেন। ৩০ মিনিটের মধ্যে AI উত্তর দেয় এবং স্হানীয় ফার্মেসি থেকে তিনি ওষুধ কিনে নেন। এভাবেই চিকিৎসক বিহীন এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসা পাওয়া গেল। একটা Call বা একটা sms এর মাধ্যমেই একজন অসহায় রোগী পেয়ে গেল নিরাময়।

৫. **AI এর মাধ্যমে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ঃ** Diagnosis takes seconds: অপেক্ষার সময় কমে, ঘন্টার পর ঘণ্টা দুর দুরান্ত গ্রাম গঞ্জে থেকে শহুরে ভালো Doctor দেখাতে পাহাড় পর্বত নদী পার করে কষ্ট করে রোগীর আসতে লাগছে না, বিশেষজ্ঞ Doctor এর মতামত কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজ ঘরে আরামে রোগী উপভোগ করতে পারছে, ফলে শারীরিক ও পরিশ্রম, আর্থিক বোঝা ইত্যাদি বহন করতে হচ্ছেনা তার।

৬. **বাংলাদেশে Al এবং Digital Health Strategy ২০২৫:** সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে একটি কার্যকর Digital Health Strategy বাস্তবায়ন করছে। এর মূল লক্ষ্য, স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য ও কার্যকর করা, AI দ্বারা ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা। Surokkha App- যদিও সরাসরি AI নির্ভর নয় তবে GB App Al-based ডেটা বিশ্লেষণের সহায়ক যেমন, মানুষের টিকা রেজিস্ট্রেশন, রোগ প্রবণতা বিশ্লেষণ, কোন এলাকার মানুষ টিকায় আগ্রহী নয়, তাকে-শনাক্ত করা এবং তাদেরকে বোঝানো এবং টিকার আওতায় আনা, ভবিষ্যতে এই বিশ্লেষণ থেকে AI-driven public health policy তৈরি করা সম্ভব।

৭. **নৈতিকতা ও নিরাপত্তা:** AI চিকিৎসকের বিকল্প নয়, বরং সহায়ক হাত। ডেটা প্রটেকশন আইন, Al ethics, এবং human Al collaboration নীতিমালার মাধ্যমে এর নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সুমাইয়া জান্নাত জুম্মী
পি.এম-১২, রোল-৫৬

"স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার'-এই বাক্যটি পাঠ্যবইয়ে বড় করে লেখা থাকে। কিন্তু বাস্তবে? একটি ছোট্ট মেয়ে, গ্রামের কুঁড়েঘরে বেড়ে উঠছে। হঠাৎ জ্বর হয়, কাঁপতে কাঁপতে কেটে যায় রাত। তার মা তাকে কোলে নিয়ে হাটে দুই মাইল, গিয়ে পৌঁছায় ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে দরজায় তালা। ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, বিছানাগুলো খালি নয় -ধূলায় ভরা। কোনো একদিন ডাক্তার এলে রোগীর লাইন এন্ড লম্বা যে ধৈর্য আর রোগ একসাথে হারিয়ে যায় । এমন মুহূর্তে যদি সেখানে একটি AI প্রযুক্তি থাকত-যা উপসর্গ বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দিত, বলত "এটা ডেঙ্গু নয়, সাধারণ ভাইরাল।

১. বিশ্বব্যাপী AI-এর কার্যকারিতা

ক. রোগ নির্ণয়ে AI-এর সাফল্য:

- Google DeepMind-এর Breast Cancer Screening মডেল: ২৫,৮৫৬ জন নারীর ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, Al ৫.৭% কম false negative এবং ১.২% কম false positive রিপোর্ট দিয়েছে রেডিওলজিস্টদের ভুলনায়।
- Harvard & MIT একটি AI মডেল তৈরি করেছে যা ত্বকের ক্যান্সার ৯৫% নির্ভুলভায় শনাক্ত করতে পারে।

খ. চিকিৎসা পরিকল্পনায় AI: Mayo Clinic, Cleveland Clinic-এর মতো হাসপাতালগুলো অষ ব্যবহার করে রোগীর জেনেটিক ডেটা ও মেডিকেল হিস্ট্রি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পরিকল্পনা করে।

২. **Google-Gi MedGemma: এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ :**

MedGemma একটি মাল্টিমোডাল AI যা একসাথে X-ray, CT স্ক্যান এবং মেডিকেল রিপোর্ট বিশ্লেষণ করতে পারে। মাত্র সেকেন্ডেই ফুসফুসের রোগের পূর্বাভাস দিতে পারে। MedGemma- মেডিকেল রিপোর্ট ও গবেষণার সংক্ষিপ্তসার তৈরি উপসর্গ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয়ে সহায় তা চিকিৎসা পরিকল্পনা ও ওষুধের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া চিহ্নিতকরণ। MedGemma এখনো গবেষণাধীন, তবে অদূর ভবিষ্যতে এটি বাংলাদেশেও ব্যবহারযোগ্য হবে। এতে রয়েছে Explainable Al-যা কেবল ফলাফলই দেয় না, বরং ব্যাখ্যাও দেয়, কোন অংশ দেখে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

৩. **সার্জারিতে AI: নিখুঁত, দ্রুত ও নিরাপদ:** Da Vinci Surgical System এর মতো রোবোটিক AI সার্জারি কম রক্তপাত, দ্রুত রিকাভারি এবং নিখুঁত ফলাফল নিশ্চিত করছে। Mayo Clinic ও Apollo Hospital ইতোমধ্যেই এ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

৪. **বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে AI:**

ক. চিকিৎসক স্বল্পতা : বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য চিকিৎসক মাত্র ৬.৩ জন। এই ঘাটতি AI দিয়েই কিছুটা পূরণ সম্ভব। গ্রামীণ ক্লিনিকে AI বট রোগীর তথ্য প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করতে পারে। ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি রোগে পূর্বাভাস দিতে পারে AI, চিকিৎসা শুরু হয় দ্রুত।

খ. টেলিমেডিসিন ও ভাষাভিত্তিক AI : BRAC Shohoz Health ইতোমধ্যে Al যুক্ত টেলিমেডিসিন চালু করেছে। Google BERT এখন বাংলা ভাষাও বুঝতে পারে। এতে গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজের ভাষায় চিকিৎসা নিতে পারে।

গ. মহামারির পূর্বাভাস : BlueDot Al ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে COVID-19 ছড়িয়ে পড়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল। এই প্রযুক্তি যদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা IEDCR-এ ব্যবহৃত হয়, তাহলে আগাম প্রস্তুতির সুযোগ থাকবে।

৫. **মানসিক স্বাস্থ্য ও AI:** বিশ্বে এক বিলিয়নের বেশি মানুষ মানসিক রোগে আক্রান্ত, কিন্তু চিকিৎসা পায় না। Stanford University তৈরি করেছে Al ভিত্তিক বট- Woebot ও Wysa, যারা CBT দিয়ে মানসিক সহায়তা দেয় । প্রতিদিন ২০ লক্ষ ব্যবহারকারী এদের মাধ্যমে উপকার পাচ্ছেন। বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য একটি ট্যাবু। AI যদি এমন প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়, তবে তরুণেরা অন্তত কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

৬. **প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় AI:** AI শুধু রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ। Predictive Analytics ব্যবহার করে AI পূর্বাভাস দিতে পারে- "আগামী মাসে বরিশালে ডেঙ্গুর সম্ভাবনা বেশি।" এতে করে আগাম প্রস্তুতি, সচেতনতা সম্ভব হয়।

৭. **মেডিকেল শিক্ষায় AI : Amboss,** Lecturio, UptoDate Al ভিত্তিক অ্যাপ-শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বুঝে ভাদের জন্য পার্সোনালাইজড কনটেন্ট তৈরি করে ChatGPT, MedPaLM যেকোনো জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজ করে ব্যাখ্যা করতে পারে Anki, Quizlet ব্যবহার করে স্মৃতিশক্তি বাড়ায় Spaced Repetition পদ্ধতিতে। Touch Surgery, Complete Anatomy-Al ভিত্তিক ভার্চুয়াল সিমুলেশনে প্র্যাকটিস করা যায় ।

ছোট্ট শহরে

মাহবুব ময়ূখ রিশাদ
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ

আমি বরাবর ভীতু প্রকৃতির মানুষ। সেই সাথে নতুন কিছু দেখা কিংবা জানার ইচ্ছাও তীব্র। এই দুই বিপরীতমুখী অনুভূতির ভেতরে থেকে আমি নিজেকে একা আবিষ্কার করি ভিয়েনার রেল স্টেশনে। ভোরের আলো আড়মোড়া ভাঙছে। তাপমাত্রা ১ কিংবা ২ ডিগ্রী। স্টেশনের বাইরে কোনো মানুষ নেই। আমি কি বেশি আগে চলে এলাম? কনকনে ঠান্ডার ভেতরে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার গন্তব্য ক্যাসেল। ক্যাসেল জার্মানির ছোট্ট একটা শহর। ক্যাসল থেকে ফ্র্যাংকফুর্ট হয়ে দেশে ফিরব এমনটাই পরিকল্পনা। যাচ্ছি চাচাতো ভাইয়ের বাসায়। তার আগে দীর্ঘ ৯ ঘন্টার ট্রেন জার্নি নুরেমবার্গে নেমে ট্রেন বদলাতেও হবে একবার।

স্টেশনের ভেতরে ঢুকলাম। আমাদের বিমান বন্দর থেকেও সুন্দর। চারপাশে অজস্র খাবারের দোকান। একটাও খোলেনি এখনো তবে স্টেশনের ভেতরে মানুষের দেখা মিলল। আমি বোর্ডে তাকিয়ে আমার ট্রেন কোন প্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে খুঁজে বের করলাম। কেন যেন বারবার মনে হচ্ছিল ভুল ট্রেনে উঠে পড়ব। যদিও ভাইয়া আমাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন, আর যাই হোক ইউরোপে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

হারিয়ে যেতে যেতেও হারালাম না। ঠিকঠাক ট্রেনে উঠে পড়লাম। আমার পাশের যাত্রী কে হবে এটা নিয়ে একটা আতংকের ভেতরে ছিলাম। এর আগে কারও সাথে কথা বলার অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি। যদিও অনেক জনকেই দেখি বাইরে গেলে সুন্দর বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলতে পারে। আমি পারি না। ট্রেনটা সুন্দর। অবশ্যই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। তুলোর মতো আরামদায়ক সিট। পা রাখার জায়গা প্রশস্ত। কোথাও এক রত্তি ময়লা নেই জানালার পাশে বসেছি দেখতে দেখতে যাব। তখনও অন্ধকার বাইরে। কখন যে ট্রেন চলতে শুরু, কখন যে চোখ লেগে এলো টেরই পেলাম না।

যখন চোখ খুলল তখন দেখতে পেলাম অপূর্ব সুন্দর লাল চুলের ছিমছাম এক তরুণী আমার পাশে বসে বই পড়ছে। কথা বলব কী বলব না এই ভাবনার ভেতরে মনে এলো আমি আবার আমার স্টেশন ফেলে আসি নি তো?

আমাকে নামতে হবে নুরেমবার্গ। নামটা নিশ্চয় পরিচিত সবার। নুরেমবার্গ ট্রায়াল। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির স্মারক হিসেবে এই ট্রায়ালটি ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। নুরেমবার্গে নামব এই সময়টার সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথে আমার পিয়ানিস্ট মুভির কথা মনে পড়ল। হিটলারের জামার্নিতে এসে পড়েছি তাহলে? এই কথা শুনলে অবশ্য লোকে আমাকে মারবে। জামার্নি এখন কেন অনেকদিন ধরেই হিটলারের আর নেই, সাধারণ মানুষরাও হিটলারকে ঘৃণা করে বলেই আমার অনুমান। পাশের যাত্রীর কাছে জানতে চাইব? সাহস হলো না। এমন ভীতু আমি! ঘুরতে এসে লাভ কী মুখচোরা হয়ে থাকলে?

দেখতে দেখতে নুরেমবার্গ চলে এলো। অল্পসময়ের জন্য বাইরের অপূর্ব সবুজ দেখার ভাগ্য হলো। আমাদের দেশের সবুজের চেয়ে এই সবুজ আলাদা। কেমন যেন চকচক করে সবকিছু। সুন্দর বাতাস কী এর কারণ?

ট্রেন বদলের সময় এলো। ক্যাসেলের ট্রেনটি আগেরটির মতো চাকচিক্যময় নয়। একটু যেন পুরোনো। ময়লা ময়লা। দু ঘন্টার মতো সময় লাগবে। আমি নেটে ক্যাসেলে কী কী দেখা যায় সেটা ঘাটতে শুরু করলাম। আগেও দেখেছি এই শহর ডুকমেন্টা আর্ট এক্সিবিশনের জন্য বিখ্যাত। প্রায় একশ দিন ধরে এক্সিবিশন হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আর্টিস্টরা আসে। বাংলাদেশ থেকেও যায়। এই মুহূর্তে সেটি হচ্ছে না, আফসোসের ব্যাপার। ক্যাসেলে একটা রাজার বাড়ি আছে, সামনে সুন্দর একটা বাগান। আছে হারকিউলিস মনুমেন্ট।গ্রীক ডেমিগড হারিকিউলিস মনুমেন্ট ক্যাসেলে কেন? নেটে ঘেটে উত্তর বের করতে পারতাম। ইচ্ছে হলো না। কেন জানি ঐ মুহূর্তে আমার কেবল ইচ্ছে করছিল ভাইয়ার বাসায় গিয়ে টানা তিনদিন ঘুমাবো। কনফারেন্স শেষে আমার এমন একটা বিশ্রাম দরকার।

ইউরোপে এসে দেখেছি ভীষণ পরিষ্কার রাস্তাঘাট মেট্রোপলিটন সিটির ভেতর দিয়ে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভীষণ ব্যস্ত। ঘড়ি ধরে চলছে সবকিছু।। মেট্রো স্টেশনে কারো দিকে কারো তাকানোর সময় নেই। সবকিছু কেমন যেন যান্ত্রিক সুন্দর। প্রাগের ওল্ড টাউনে হাঁটার সময় মানুষের ভিড়ে যেমন উপভোগ করতে পারিনি সময়টা, ভিয়েনার প্যালেসের ভিড়ে হারিয়ে ফেলছিলাম নিজেকে বারবার, ক্যাসেল মোটেও তেমন নয়। মানুষ নেই, উঁচু ভবন নেই, মেট্রো নেই, গাড়ির সাই সাই ছুটে চলা নেই। মনে হলো আমার কৈশোরের শহর ময়মনসিংহ এসে পড়েছি।

ভাইয়ার বাসার সামনে ছোট্ট একটা পার্কের মতো জায়গা। গাছ থেকে সব পাতা ঝরে পড়ছে। হলুদ পাতা। পুরো শহরটাই যেন হলুদ হয়ে আছে। আমি ভরপেট বাংলা খাবার খেয়ে সাথে স্যালমন মাছ খেয়ে সেই পার্কের দিকে তাকিয়ে আছি। কয়েকজন জামার্ন তরুণ-তরুণী সেখানে আড্ডা দিচ্ছে, বিয়ার খাচ্ছে, হাসছে, গান গাচ্ছে। সন্ধ্যা নামবে আরও কিছুক্ষণ পর। আমার উপলব্ধি হলো পৃথিবীর সব দেশে, সব রঙে আসলে উচ্ছ্বাসের ভাষা একই।

ভাইয়া আমাকে নিয়ে বের হলেন। এখানকার বাঙালি কমিউনিটিতে পিঠা উৎসব হচ্ছে, উদ্দেশ্য সেখানে নিয়ে যাওয়া। আমাকে খুব সহজেই তারা আপন করে নিলেন। কয়েকজনের সাথে কথা হলো। পাশেই ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাসেল। সেখানে বেশ ভালো সংখ্যক বাঙালি ছাত্র পড়ে। কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারলাম তার জার্মানদের সাথে তাদের সখ্যতা কম। ভেতরে ভেতরে তাহলে এখনও কী ফ্যাসিজম আছে? থাকবেই হয়তো। মানুষ যত সভ্য হোক, তারা কখনো ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। এরপর আমরা সমস্ত শহরটা হেঁটে হেঁটে দেখলাম। আমি ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। কিন্তু ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, বসবাসের জন্য কী চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে আমার ভাই।

পরদিন আমাদের গন্তব্য ক্যাসেলের বিখ্যাত মনুমেন্ট হারকিউলিস। হাঁড় কাপানো শীত। আমি জম্বি হয়ে থাকলেও ভাইয়া কিংবা ওখানকার মানুষ সাধারণ একটা জ্যাকেট বা সোয়েটারে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে।

হারকিউলিস মনুমেন্ট তিনভাগে বিভক্ত। একটা স্ট্যাচু, পিরামিড আর সামনে জলের ফোয়ারা। সেই জলের ফোয়ারায় নামার জন্য সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। উচ্চতায় দাঁড়ালে পুরো ক্যাসেল শহরটাই দেখা যায়, আর দেখা যায় ঘন সবুজ বন। উঁচুতে দাঁড়ানোর পর আমার মনে হলো, আমি লাফ দিই। সুন্দরের সামনে গেলে এমন ইচ্ছাই হয় আমার।

ফজরের নামাজে এক দিন... !

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম

অধ্যাপক, কমিউনিটি মেডিসিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগ

আমার এক বন্ধু বলল,

গতকাল আমার পাশের গলির একজন মারা গেছেন। নাম আবু নাসের, বেশ বয়স্ক মানুষ ছিলেন। আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুন।

তো, জানাজা আর দাফন শেষে খাটিয়াটা (মৃতদেহ বহনের খাট) যখন ফেরত আনা হলো, তখন বেশ রাত। এশার নামাজ শেষ, মসজিদও বন্ধ। তাই লোকেরা খাটিয়াটা মসজিদের দরজার বাইরের উঠোনে রেখে দিল, যাতে সকালে মুয়াজ্জিন বা খাদেম এসে সেটা জায়গামতো রেখে দেয়।

রাত তখন প্রায় সাড়ে ৩টা।

এক লোক মসজিদে আসল। দেখল মসজিদের বারান্দা খোলা কিন্তু মসজিদের মেইন দরজা তালাবদ্ধ।

সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু কেউ খুলল না। ওদিকে হাড় কাঁপানো শীত। হঠাৎ তার নজর পড়ল ওই খাটিয়াটার দিকে। ওটার ওপর আবার একটা চাদর বিছানো ছিল।

ব্যাস! সে আর দেরি না করে খাটিয়ার ঢাকনা সরাল, ভেতরে মোটা কাপড় পাতা ছিল, আরামসে ওটার ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। আর সাথে সাথেই গভীর ঘুম!

আধঘণ্টা পর মসজিদের খাদেম এলেন দরজা খুলতে। তিনি খাটিয়াটা দেখে ভাবলেন, হয়তো ফজরের পর জানাজা হবে, তাই লাশসহ কেউ রেখে গেছে।

মুসল্লিরা আসতে শুরু করল, কেউ অজু করতে গেল, কেউ সালাম বিনিময় করল। খাদেম আর কয়েকজন মিলে খাটিয়াটা ধরাধরি করে একেবারে মেহরাবের পাশে নিয়ে রেখে দিল। সবাই ভাবছে ভেতরে লাশ আছে, তাই কেউ আর ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। তাছাড়া ভোরের বেলা সবার চোখে তখনও ঘুমের রেশ।

ফজরের আজান হয়ে গেল।

মসজিদে প্রায় ৫০ জনের মতো লোক।

আমরা কাতার সোজা করে নামাজে দাঁড়ালাম।

আমি ছিলাম একদম প্রথম কাতারে। দ্বিতীয় রাকাতেও সব ঠিক ছিল, হঠাৎ দেখলাম খাটিয়াটা নড়ছে! ভাবলাম, এ কী!

চোখের ভুল নাকি?

চোখ কচলে আবার তাকালাম।

না! স্বপ্ন না!

ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে রাখা খাটিয়াটা সবার চোখের সামনে সত্যিই নড়ছে! আমার তো ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেল, পুরো কাতারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই খাটিয়ার ভেতর থেকে লোকটা ঘুম ভেঙে ঢাকনাটা সরাল। মাথা বের করে সোজা জিজ্ঞেস করল, 'ভাই, আপনারা কি নামাজ পড়ে ফেলেছেন?'

ওরে ভাই!

এরপরের দৃশ্য আর কী বলব!

আল্লাহর কসম, সেই দৃশ্য দেখার মতো ছিল।

আমি জুতো ফুতোর কথা ভুলে জান নিয়ে দে দৌড়! এক দৌড়ে মনে হয় এক কিলোমিটার পার হয়ে গেছি, তাও খালি পায়ে! ওদিকে ইমাম সাহেব তো বেহুঁশ হয়ে ফ্লোরে পড়ে গেছেন। ভয়ে কেউ কেউ দেয়ালে গিয়ে মাথা ঠুকছে। কেউ কেউ আমার মতো খালি পায়েই ভোঁ দৌড়। একজন তো ভয়ে অজুখানার হাউজেই পড়ে গেছে।

সোজা কথায়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো মসজিদ ফাঁকা!

কিন্তু হাসির ব্যাপার হলো,

ওই খাটিয়ার লোকটাও আমাদের সাথে সাথে দৌড়াতে শুরু করল! সে দৌড়াচ্ছে আর সবার পিছু পিছু চিৎকার করছে:

'ও ভাই! কী হয়েছে? কেয়ামত হয়ে গেল নাকি? আপনারা দৌড়াচ্ছেন কেন?'

আর পেছনের লোকজন যতবার দেখছে যে 'লাশ' তাদের পেছনে দৌড়াচ্ছে, তাদের দৌড়ানোর গতি তত বাড়ছে! বেচারা লোকটা তখনও চিল্লাচ্ছে,

'আমাকে ফজরের জন্য ডাক দিলেন না কেন? আল্লাহ আপনাদের বিচার করবেন!'

আসলে সে বুঝতেই পারছিল না যে এই লঙ্কাকাণ্ডের মূল হোতা আসলে সে নিজেই!

(গল্পটা সংগৃহীত)

বর্ষার জোয়ারে ছায়ামূর্তি

ডা. রাশেদ ভূইয়া
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

আষাঢ়ের ভারী বর্ষন শেষে শ্রাবন এ পরেছে প্রকৃতি । অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার। পানির একটা মৃদু স্রোত বড় পুকুরে নেমে এসেছে। জোয়ারের পানি। পদ্মায় পানি বেড়ে তা ইছামতী নদী হয়ে ছোট ছোট খালে ঢুকে পরেছে এবং সেখান থেকে ছোট ছোট চ্যানেল দিয়ে বিভিন্ন ডোবা অথবা পুকুরে নামছে। এমনি একটা চ্যানেল দিয়ে অপুদের পুকুরে পানি নামা শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিন পানি নামবে যতক্ষণ না পুকুর আর খালের পানি সমান হবে। মৃদু স্রোত বলে পানির কোন শব্দ নাই বললেই চলে, তবে মাঝে মাঝে স্র্যাত স্র্যাত করে কিছু শব্দ পাওয়া যায়। এগুলো ছোট ছোট মাছ চলাচলের শব্দ । কখনও পুকুর থেকে উঠছে, কখনও খালের দিক থেকে এসে পুকুরে নামছে। অপুর মাছ ধরায় এতই নেশা যে নিস্তব্ধ রাতের ভুতুড়ে পরিবেশও তাকে বাসায় আটকে রাখতে পারে না, বিশেষ করে বর্ষার এই সময় টাতে। রাত এখন প্রায় ১২ টা ছুই ছুই। তাদের বাসা থেকে ৬০/৭০ মিটার দুরে একটা ছোট জঙ্গলের পাশ দিয়েই আসলে পানির লাইনটা চলে এসেছে। বেশ দুরে আরো দুইটা বাসা দেখা যায়। তবে নিশ্চিতভাবেই ঘুমিয়ে পরেছে সবাই। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গছে শুধু ঝিঝি পোকা। এত রাতে মাঝ ধরার সাহস কেউ পাবে না, তার উপর চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিস্তব্ধ প্রকৃতির এই মায়াজালই যেন ডেকে নিয়ে এসেছে অপুকে। হাতে তার একটা টর্চ আছে কিন্তু যেকোন সময় চার্জ চলে যাবে হয়ত। অপু কয়েকটা মাছ ধরতে সক্ষম হল। যদিও ট্যাংরা, পুটির মত ছোট মাছ, তবুও খুব ভাল লাগছে। এত রাত তবু বাসায় ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এটা আসলে একটা অপার আনন্দের মুহূর্ত, যা সবসময় পাওয়া যায় না। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের এই সময়টাই এভাবে মাছ ধরা যায়, এমনকি ধরতে না পারলে দেখাটাও শান্তি।

অপু কিছু মাছ ধরেছে, আরও কিছু ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যতগুলো উজানের দিকে আসছে সবগুলো ধরা যাচ্ছে না যদিও। অপু মাঝে মাঝে টর্চের আলো দিয়ে আশপাশটা দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়ল স্রোতের পাশেই একটা বড় গাছের গুড়ির দিকে। গাছটার শেকড়ের অনেকটা মাটিই সরে গেছে। শেকড়ের নীচে বড় একটা সাপ যেন অপুর দিকেই তাকিয়ে আছে। সেও হয়ত মাছ শিকারের ধান্দা করছিল কিন্তু অপুর জন্য পারছে না। টর্চের আলো পড়তে আস্তে আস্তে আরো ভিতরে গিয়ে সম্ভবত কোন গর্তে ঢুকে গেল। অপু প্রাথমিকভাবে ভয় পেলেও, পরে নিজেকে সামলে নিল। মাছ ধরার আনন্দের কাছে এ ঘটনা খুব তুচ্ছই মনে হল।

স্রোত একটু একটু করে বাড়ছে। এবার কিছু বড় মাছ উঠার চেষ্টা করছে। অপুরও উত্তেজনা বাড়ছে। একটা শোল মাছ লাফিয়ে শুকনো জায়গায় পড়ল। অপু বেশ ধস্তাধস্তি করে করে ধরে ফেলল। রাত ১২ টা অতিক্রম করেছে। হঠাৎ অপু কেমন যেন একটা শীতল অনুভূতি টের পেল চারিদিকে। একটা অতি সুক্ষ কিন্তু ভয়ংকর আওয়াজ প্রকৃতিকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে। খুব ভাল করে খেয়াল না করলে আবার এ আওয়াজটা বোঝাও যায় না। অপু কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে, অন্যদিকে মাছ ধরার নেশাটাও জেঁকে বসেছে। টর্চলাইটের চার্জটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। অনেক মাছ উজানের শব্দ। এ এক ভয়ংকর মায়াবী আনন্দ। হঠাৎ আরো একটা বড় মাছ শুকনো জায়গায় লাফ দিল। টর্চ নাই বলে দেখতে পেল না। তবে সেদিকে ঘুরে কাছাকাছি আসতেই অপু য দৃশ্য দেখল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। একটা বিশাল ছায়ামুর্তি তার সামনে, খুব আবছা। তার চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতার হবে। বোঝাই যাচ্ছে মাছটা ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছে। অপুর শরীরটা হিম হয়ে গেল। বুকটা ধর ধর করে কাপছে। মাছটা ধরে ফেলেছে বোঝা গেল, কারন সেটা আর দাপাদাপি করছে না। তার চোখের সামনেই এক লাফে মূর্তিটা সামনের বড় গাছে উঠে গেল, একটা ডাল ভাঙার শব্দ

পেল স্পষ্ট। আপু আর দেরী না করে দৌড় দিল। কিন্তু একি সোজা পথে না গিয়ে উল্টো পথে চলে এসেছে সে। যেখান থেকে বাসায় যেতে পুরো গ্রাম ঘুরে যেতে হবে। হঠাৎ সামনে তার বন্ধু নোমানকে দেখল। এমন নিস্তব্ধ রাতে নোমানকে পেয়ে সে কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। নোমানের সাথে হ্যান্ডশেক করে সামনে হাঁটছে। যাক ওর সাথে কিছুদূর একসাথে যেতে পারবে। হাত ধরে হাটছে দুজন। অন্ধকারে কেউ কাউকে ভাল করে দেখতেও পাচ্ছে না। হঠাৎ অপুর মনে হল নোমানের যে হাতটা সে ধরে রেখেছে সেটায় কোন মাংস নেই শুধুই হাড়। এবার ভয়ে ভয়ে নোমানরের দিকে তাকাল। হায়! ও তো নেই। মুহুর্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। আবার দৌড় শুরু করে সে বাসার উদ্দেশ্যে। বাসার একেবারে কাছাকাছি এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। বাসার মানুষ তাকে খুঁজতে বেরিয়ে সামনেই দেখতে পায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে। চেতনা ফিরে আসলে তার আর কিছুই মনে পড়ছিল না, শুধু বাসার সবাই বকাবকি করছিল আর যেন রাতে এভাবে একা মাছ ধরতে না বের হয় সে।

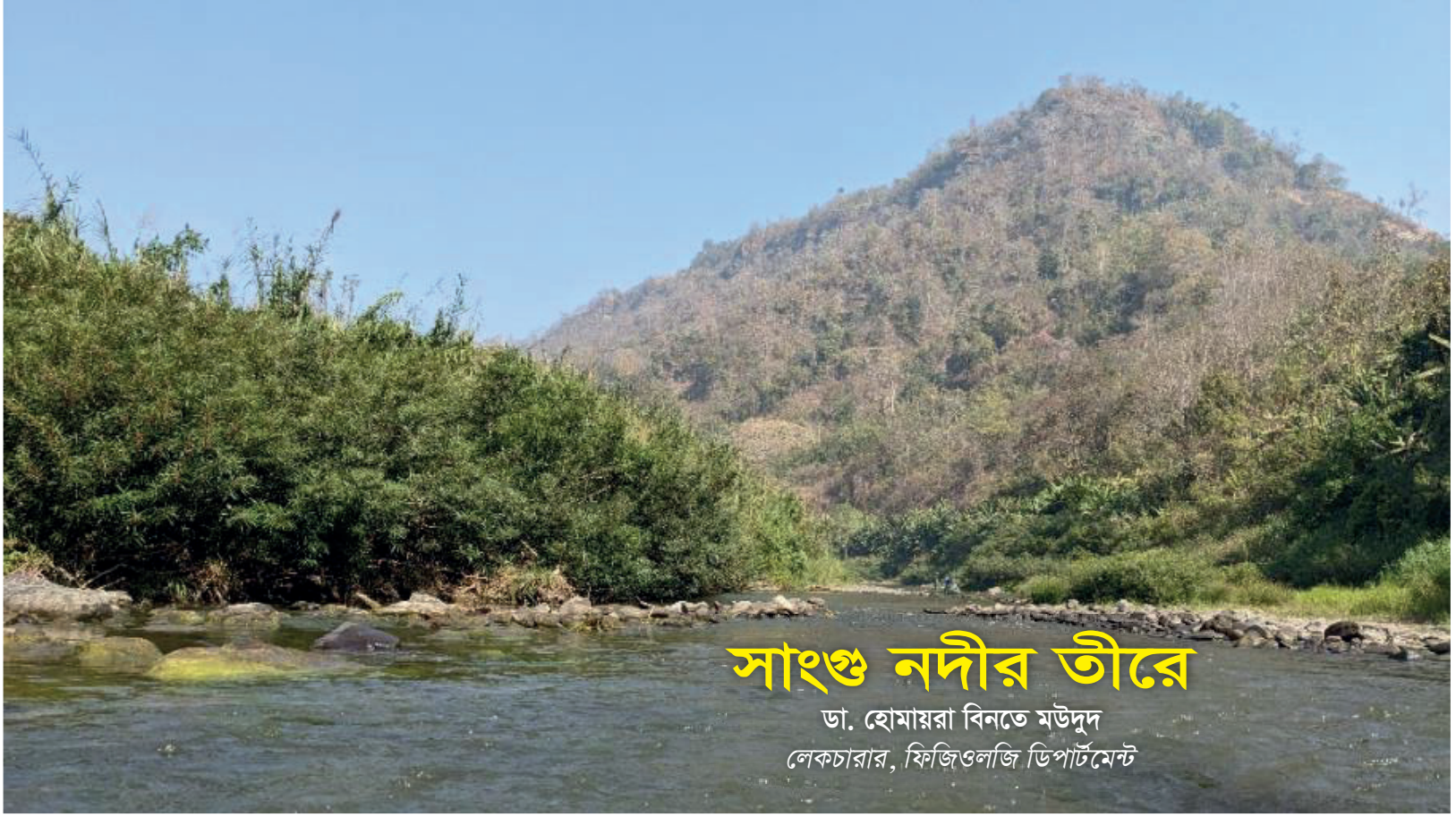

সাংগু নদীর তীরে

ডা. হোমায়রা বিনতে মউদুদ
লেকচারার, ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট

যান্ত্রিক জীবনের যাঁতাকলে প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, প্রতিদিনের রুটিনমাফিক কাজে মন যখন পালাই পালাই করে, ঠিক এমনই এক ক্লান্ত দুপুরে হঠাৎ মুঠোফোনের খুদে বার্তা, "যাবা নাকি?"; বললাম, "কোথায়?" অপরপ্রান্তে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর... "বান্দরবন..."। এভাবেই হলো শুরু। পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে বলল, "আয় আয়.."

কথা হচ্ছে, আমাদের পারিবারিক বন্ধু শাহিন আংকেল বহুদিন পর আমেরিকা থেকে এসেছেন। যখন দেশে থাকতেন চাকুরী সূত্রে পুরো বান্দরবন চষে বেরিয়েছিলেন। ফলে পাহাড় হয়ে যায় তার বাড়িঘর। পাহাড়ি মানুষ তার আপনজন। তো, এতদিন পর এসে উনি বান্দরবন যাবেন না তা কি হয়? এবার উনার সাথে আমরাও জুটে গেলাম। আমরা বলতে, আমি, অনিক আর শ্বাশুড়ি মা। সাথে আরও ৩ টি পরিবার। মোট ১৩ জন, এরমধ্যে ৩ জন বাচ্চাও আছে। বাচ্চাদের কথা ভেবে ঠিক হলো বেশি হেক্টিক ট্র্যাকিং ট্যুর হবে না, কিন্তু এডভেঞ্চারাস হওয়া চাই। অফিসের ছুটিছাটা মিলিয়ে ৩ দিনের প্ল্যান করা হলো। বান্দরবন শহর থেকে থানছি হয়ে সাংগু নদী ধরে তিন্দু উপজেলার রেমাক্রী ফলস যাব।

দেখতে দেখতে যাত্রার দিন চলে আসলো। ফেব্রুয়ারির শেষ দিক। বাতাসে উষ্ণতা থাকলেও তা মাত্রাতিরিক্ত নয়। বাস ছাড়লো রাত ১১ টায় কলাবাগান থেকে। বেশ আরামদায়ক এ.সি বাস। এই রুটে এত ভালো বাস যায়, জানা ছিল না। রাতে একবার যাত্রাবিরতি দিয়ে ভোর ৬ টার দিকে আমরা পৌছে গেলাম বান্দরবন শহর। আমরা থাকব শহরের বাইরে মিলনছড়ি হিল রিসোর্টে। রিসোর্টের একটা গাড়ি আগে থেকেই আমাদের পিক করার জন্য বাস স্ট্যান্ডে এসেছিল। সেই গাড়িতে করে রিসোর্টে পৌছাতে পৌছাতে সকাল ৭:৩০।

পাহাড়ের ঢাল জুড়ে সুন্দর সাজানো গোছানো রিসোর্ট। মাটি কেটে বানানো সিড়ি দিয়ে একদম উপরে উঠলে এর ক্যাফেটেরিয়া আর রিসিপশন। রিসিপশনে ব্যাগ রেখে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে বিশাল খোলা বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। হাতে ওয়েলকাম ড্রিংক, পেঁপের জুস। সামনে যতদুর চোখ যায় শুধু সবুজের ঢেউ। এই বিশাল সবুজ সমুদ্রে হঠাৎ চকচক করে উঠলো কিছু একটা। জানলাম এটাই সেই স্বর্নমন্দির। আমাদের রিসোর্ট থেকে ট্রেক করে ওইখানে যেতে ২ ঘন্টার মতো লাগে, তবে আমরা এবার সেইদিক যাবো না।

নাস্তা করার পর যে যার রুমে চলে গেলাম। আমাদের রুম পাহাড়ের কিছুটা নিচের দিকে। নানা প্রজাতির গাছ আর নাম না জানা হাজার প্রজাতির পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত চারপাশ। রাতের জার্নির ধকল কাটাতে কেউ কেউ একটু ঘুমিয়েও নিলাম। সময় গড়িয়ে দুপুর। ক্যাফেতে খাবার খেয়ে চা হাতে বারান্দায় বসে ঠিক হলো বিকালে কাছেই একটা উপজাতিদের গ্রামে যাব। প্ল্যান মোতাবেক ৩:৩০ নাগাদ সবাই রিসোর্টের গেটে চলে আসলাম। বেশ কিছুদুর হাটতে হবে, সাথে ব্যাকপ্যাকে নিলাম পানির বোতল। যাবার পথে সাথে নিলাম ছোট্ট একটা বাঁশের লাঠি। পাহাড়ি পথ চলতে এই লাঠি বড় দরকারি।

কিছুদূর উঠে আমরা পাহাড়ের অপর পাশ থেকে নামতে শুরু করলাম। ঝোপঝাড়ের মাঝে সরু রাস্তা এঁকেবেকে নেমে গেছে। রাস্তার দুইপাশে অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। প্রায় ৪০ মিনিট নামার পর পৌছালাম ছোট্ট একটা পাড়া, ত্রিপুরাদের হাতিবান্ধা গ্রাম। ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামে শাহিন আংকেলের আগে থেকেই জানাশোনা ছিল, অতীতে বহুবার এদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। আমাদের দেখে খুব খুশি হলো সহজ সরল পাহাড়িরা। তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে কলা আর পেঁপে দিয়ে আপ্যায়ন করলো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। ঠিক হলো পাহাড়ের নিচে নেমে ঝিরির পথে হেটে ফিরব। গ্রাম থেকে বের হয়ে যত নিচে নামছি, বন যেন আরও ঘন হচ্ছে। সূর্য তখন অস্তাচলে। চারিদিকে ঘরে ফেরা পাখিদের ডাক। নামতে নামতে আমরা পৌঁছে গেলাম দুই পাহাড়ের মাঝে একটা সরু ঝিড়ি পথে। আশেপাশে জনমানব নেই। এই পথ ধরে।

অনেকদুর গেলে পাহাড় যেখানে শেষ সেখানে বাঙগালী সেটলারদের পাড়া। তারপর পাকা রাস্তা। আমাদের যেতে হবে সেই রাস্তায়।

পাহাড়ে ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে। সেই আলো আধারিতে শুকনো ঝিড়িপথে হেঁটে চলেছি, আমাদের পায়ের ছপছপ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। দুইপাশেই খাড়া পাহাড় পাথরের দেয়ালের মতো উঠে গেছে অনেক দূর। কিছুটা ধীরগতির হওয়ায় আমি ছিলাম গ্রুপের সবার পিছনে। হঠাৎ মনে হলো, পিছনে আরো এক জোড়া পায়ের আওয়াজ কি পাওয়া যায়? আলো আধারে ঘোর লাগে, গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম সবাই। রাস্তার দেখা যখন পেলাম, আকাশে ততক্ষণে গোল খালার মতো চাঁদ ঝকমক করছে। ভাগ্য ভালো রাস্তার ধারে একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম, সেটা নিয়েই আমরা রিসোর্টে ফেরত আসলাম। সারাদিনের উত্তেজনা আর ক্লান্তি পেয়ে বসল। ডিনার শেষে আর যেন চোখ খোলা রাখা যাচ্ছিল না।

পরদিন ভোরে উঠে রেস্ট হাউজের জানালা খুলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। কাল যে সবুজের সমুদ্র দেখেছিলাম, আজ সেখানে সাদা মেঘের ঢেউ। আর সেই ঢেউয়ের উপর সোনালি রংএর প্রলেপ দিচ্ছে ভোরের সূর্য। আজ থানচি যাবার প্ল্যান। সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরেই রওনা দিলাম। রিসোর্টের লোকের মাধ্যমেই একখানা চাঁদের গাড়ির ব্যাবস্থা হলো। এই গাড়ি দেখতে হুড খোলা জিপগাড়ির মতো, তবে আকারে বড়। আঁকাবাকা পথ ধরে সেই চান্দের গাড়ির জার্নি, মনে হচ্ছে অবিরাম ছুটে চলছে যেন কোনো রোলারকোস্টার। এই পাহাড় থেকে সেই পাহাড়। পাশে খাড়া খাদ মনে ভয় জাগায়। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ছিল আর্মির চেকপোস্ট। এইসব জায়গায় ট্যুরিস্ট দের নাম নিবন্ধন করে যেতে হয়।

খানচি পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর ১ টা বাজে প্রায়। এখানেও শাহিন আংকেলের পরিচিত ম্রো জনগোষ্ঠীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি মং এর বাড়িতে উঠলাম আমরা। উনার বাড়ি থানচি বাজারেই, বাড়ির সাথে উনার বৌ নুচি এর খাবার হোটেল। সেই হোটেলেই দুপুরের খাবারের আয়োজন করা ছিল। ঠিক হলো, খেয়েদেয়ে মং আর নুচি কে সাথে নিয়েই আমরা যাত্রা শুরু করব পরবর্তী গন্তব্যে, সাংগু নদী ধরে ৩ ঘন্টার দুরত্বে তিন্দু ইউনিয়নের রেমাক্রী ফলস।

আমাদের রেমাক্রী যাবার নৌকার ব্যবস্থা মং আগেই করে রেখেছিল। এখন নদীতে পানি কম। তাই কিছু কিছু জায়গায় নৌকা নিচের পাথরে আটকে যায়, তখন নেমে নৌকা ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। শাহিন আংকেলের বুদ্ধিতে তাই আমরা সবাই একজোড়া করে রাবারের জুতা কিনে নিলাম। এই জুতা আর আমার বাশের লাঠি পুরো ট্যুরে খুব কাজে দিয়েছে। দুপুর ২:৩০ টা নাগাদ আমরা নৌকায় চড়ে বসলাম। এই নৌকাগুলো সরু ক্যানু টাইপের। পিছনে ইঞ্জিন আছে। প্রতি নৌকায় ২ জন করে চালক। যাত্রীদের একজনের পিছে একজন লাইন করে বসতে হয়। আমাদের মোট তিনটি নৌকা লাগল। শীতের শেষে নদীতে পানি কম। স্বচ্ছ পানির নিচে গোল গোল রংবেরং এর পাথর দেখা যায়।

কিছুদুর যেতেই আশেপাশের লোকালয় চোখের আড়ালে চলে গেল। চারদিকে খাড়া উচু পাহাড়। বিশাল পাথরের চাঁইএর মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে নৌকা। সবচেয়ে বড় যে পাথর, তার নাম রাজা পাথর। এখানকার উপজাতিরা এইসব পাথরকে দেবতা মানে, তাদের বিশ্বাস এই সব দেবতারাই যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে যাচ্ছে এই পাহাড়, এই নদী, এই বনাঞ্চলকে। চারিদিকে নদীর পানির ঝিরঝির শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নাই। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে নাম না জানা ফুলের লতা, হাল্কা বাতাসে সেই ফুল পানিতে পড়ে ভেসে আসে নৌকার কাছে। কোথাও কোথাও পাড় ঘেঁষে চলে গেছে উচু ঘাসের বন। আর এসবের মাঝ দিয়ে আমরা যেন বেহুলার মতো ভেলায় ভেসে যাচ্ছি স্বর্গের সন্ধানে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এল, সূর্য লুকালো পাহাড়ের আড়ালে। আকাশে তখন মস্ত এক চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় এই পাহাড়, এই নদী যেন অদ্ভুত মায়াবী হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা ৭ টার কিছু আগে আমরা পৌঁছালাম তিন্দু ইউনিয়নের রেমাক্রীমুখ। ফলসের ঠিক পাশেই পাহাড়ের সামান্য উঁচুতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এর অসাধারণ সুন্দর গেস্টহাউজ। হাতমুখ ধুয়ে এককাপ চা হাতে বসলাম উঠোনে। রাতে ফলসের সৌন্দর্য চোখে না দেখলেও পানির ঝিরঝির আওয়াজে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

রাতের খাবার পাহাড়ি মুরগী আর গরম গরম ভাত। এরপর আসলো পাকা পেঁপে। খেয়েদেয়ে সেদিনের মতো বিশ্রাম। কাঠের ঘরে শুয়ে শুয়ে ঝিরির পানির কুলকুল আওয়াজ শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি টেরই পাইনি।

রেমাক্রীতে বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। এখানে লাইট জ্বলে জেনারেটরের সাহায্যে। তাই রাত ১২ টার পর বেশির ভাগ লাইট অফ করে দেয়া হয়। সেদিন ঘুম ভেংগে যায় খুব ভোরে। রুমের ভিতর নিকষ কালো অন্ধকারে ঝর্নার পানির শব্দ এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে হু হু করে ঢুকছে হিম শীতল বাতাস। কোথা থেকে যেন বুনো ফুলের মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছে। ততক্ষণে আযান দিচ্ছে বাইরে। আবছা অন্ধকারে বাইরে এসে দেখি আকাশ কিছুটা ফর্সা হলেও সূর্যের দেখা তখনো মেলেনি। চায়ের খোঁজে সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম নদীর ধারে। সেখানে ছোট ছোট টং দোকান, পাহাড়িরাই চালায়। মাত্র ঝাঁপি খুলেছে সেগুলোর। কয়েকজন কেটলী, কাপ, বাটি ধুচ্ছে ঝর্নার পানিতে। ঝিরির উপর কেমন যেন কুয়াশার আবরন, যেন পানি এখানে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে।

যারা নাফাখুম যাবে, সে সব দল ততক্ষণে ঝিরির অন্যপাশে ট্রেকিং শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের দেখে লোভ হলো। কিন্তু উপায় নাই। সময় বড় কম, আজকেই ফিরে যেতে হবে। ঝিরির হাঁটুপানিতে হাঁটতে হাঁটতে অপর পাশে পাহাড়ের উপর উপজাতিদের একটা ছোট্ট পাড়ায় পৌঁছে গেলাম। ওদের স্কুল দেখলাম, উপাসনালয় দেখলাম। ছোট্ট চায়ের দোকান থেকে এককাপ কড়া মিষ্টি চা ও খেয়ে নিলাম। ততক্ষণে সুর্যোদয় হয়ে গেছে। রেমাক্রী ফলসে ফিরে এসে ঝটপট কিছু ছবি তুলে গেস্ট হাউজে ফিরে আসলাম। খিচুড়ি দিয়ে নাস্তার আযোজন হয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ফিরে যাবার প্রস্তুতি। সাংগুর সেই আঁকাবাকা ধারা বেয়ে ফিরে গেলাম খানচি, সেখান থেকে দুপুরে খেয়ে বান্দরবন এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

বান্দরবানের মিলনছড়িতে পৌঁছাতে বিকাল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা। সবাই একটু ফ্রেস হয়ে আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে গেল। দূরে পাহাড়ের জুমের আগুন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। সেদিন রাতের খাবার খেয়েই রওনা দিয়ে দিলাম বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। রাত ১১:৩০ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়লো। স্বপ্নের মতো সুন্দর তিনটা দিন কাটিযে এক টুকরো ভালোলাগার স্মৃতি সাথে নিয়ে আমরা ফিরে চললাম ইট পাথরের শহরে।

নির্বাচন

মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান রীপন
সচিব, পপুলার মেডিকেল কলেজ

আসছে দেশে নির্বাচন
চলছে ভোটের আয়োজন
কেউ ব্যাস্ত চাইতে ভোট
কেউ বা গড়ছে নতুন জোট
এই সময়ে সবাই ছুটে
জনগনের দ্বারে দ্বারে
তাদের কি আর দেখা জুটে
কোন মতে ক্ষমতায় গেলে।
বেমালুম সব ভুলেই ফেলে
পাস করেছে কাদের ভোটে।

আসছে দেশে নির্বাচন
সচেতন হোন জনগন
মনে রাখা প্রয়োজন
ভোট সবার অধিকার
বেচার কোন পণ্য নয়
লোভ, লজ্জা ভয় নয়
ভেবে চিন্তে দিতে হয়।

আসছে দেশে নির্বাচন
যাচাই বাচাই করে নিন
ভোটটি আপনি দিবেন কাকে
যে নির্বাচিত হলে পরে
কাজ করবে দেশের তরে
ভোটটি আপনি দিবেন তাকে
যার দ্বারা হবে দেশের উন্নয়ন।

কৌতুক

ডা. রাশেদ ভূইয়া
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

বহুদিন আগের কথা। চীনদেশর এক রাজা তার মন্ত্রী পরিষদকে নির্দেশনা দিলেন যে রাজ্যে বউকে ভয় পায় না এমন পুরুষ খুঁজে বের করতে। ঘোষনা দিয়ে রাজ্যের সমস্ত বিবাহিত পুরুষকে একটা বড় মাঠে জড়ো হতে বললেন। কিছুক্ষণ পর বলা হলো যারা বউকে ভয় পায় তারা ডান দিকে যাবে আর যারা ভয় পায়না তারা মাঠের বা পাশে। আস্তে আস্তে দেখা গেল সবাই ডান দিকে জড়ো হয়ে গেল,শুধু খাটো গড়নের শুকনামত একজনমাত্র লোক কাচুমাচু করে বাম দিকে গেল। সবাই অবাক হয়ে গেল,পাশাপাশি খুশীও হল এই ভেবে যাক একজনতো অন্ত পাওয়া গেল যে বউকে ভয় পায় না। তাকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা জিগগেস করলেন,"সবাই বউকে ভয় পায়,তুমি কেন পাওনা,তোমার সাহসের উতস কি?" লোকট মাথা নীচু করে জবাব দিল," হুজুর আমি বেশী প্যাচগোজ বুঝি না,এখানে আসার আগে আমার বউ বলে দিয়েছে যে যেসব জায়গায় মানুষজনের ভীড় বেশী সেখানে না যেতে"

এক সবজী বিক্রেতার কাছে একটা খরগোশ প্রায় প্রতিদিনই আসত গাজর খেতে। কমপক্ষে ২/৩ টা গাজর না খেয়ে সে যেত না। সবজীওয়ালা দেখল তার বেশ লস হয়ে যাচ্ছে। তাই সে একদিন খরগোশের দাত ভেঙে দিল। খরগোশটা জঙ্গলে যাবার পর পর লোকটা হাফ ছেড়ে বাঁচল এই ভেবে যে এরপর থেকে আর হয়ত সে গাজর খাওয়ার জন্য আসবে না। কিন্তু লোকটাকে অবাক করে দিয়ে পরদিন আবার আসল খরগোশ টা। ফোকলা দাতে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "গাজরের জুস আছে??

দুনিয়ার সমস্ত হেসেব নিকেশ উল্টে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ১০০ মিটার দৌড়ে এক লোক অলিম্পিক গোল্ড মেডেল জিতে গেল। সাংবাদিকেরা তার এই সাফল্যের রহস্য জানতে চাইলে লোকটা বলল,রহস্য টহস্য কিছু না। স্টার্ট নেবার সময় পেছনে হঠাৎ গুলির শব্দ পেয়ে আমি জান বাঁচানোর জন্য শুধু সামনের দিকে দৌড় দিছি। তারপর কি হইল জানিনা

টেবিল টেনিস খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত পেয়েছেন একজন অশিক্ষিত টাকাওয়ালা লোক। ম্যাচ শেষে উনি বক্তব্য রাখছেন," দুইজনরেই অনেক ধ

ধন্যবাদ ভাল খেলছেন,তবে সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ ওই মুরগীডারে,যে এই ডিমডা পারছে। এতো পটাপিটি করার পরও ভাঙে নাই।

এক লোক তার ছোট ভাইকে নিয়ে ঈদের দিন শ্বশুর বাড়িতে গেছে। শাশুরী ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে একটা আতরের শিশি দিল। ছেলেটা খাবার মনে করে পুরোটাই খেয়ে ফেলল। শাশুরী জামাইকে ডেকে বিচার দিল, দেখ জামাইবাবা,তোমার ভাইকে আতর দিলাম সে শিশি ধরে পুরোটা খেয়ে ফেলল। লোকটা এবার রেগেমেগে বলল "এ তুই কি করলি, জিনিসটা এমনি এমনি খেয়ে ফেললি,পাউরুটি দিয়ে খেতে পারলি না গাধা?? "

গোয়ালঘরে একটা মহিষ তার পাশের গরুকে বলছে," তোমাকেতো মনিব অনেক অত্যাচার করে,ঠিকমত খাবার দেয়না তারপরও তুমি এখানে আছ কেন?"

"একটা বড় আশা নিয়ে" গরু উত্তর দিল।

"কেমন" মহিষ জিগ্যেস করল।

মনিব প্রতিদিন তার সুন্দরী মেয়েকে বকা দিয়ে বলে এবার পরীক্ষায় ফেল করলে একটা গরুর সাথে তোর বিয়ে দেব। তাইতো আশায় থাকি কবে মনিব আমাকে স্মরন করেন

মা ছোট ছেলে ফাহিমকে পড়াচ্ছেন।
বল মাই হেড, আমার মাথা
ফাহিম: মাই হেড মায়ের মাথা
ছেলের বড় বোন এসে বলল, ওহ মা!,
তোমাকে দিয়ে হবে না
বোন: বলতো লক্ষী ভাই,মাই হেড মানে আমার মাথা
ফাহিম: মাই হেড আপুর মাথা,মাই হেড আপুর মাথা, মাই হেড....
এবার বাবা সামনে আসলেন, বিরক্ত হয়ে বললেন তোদের কারো দিয়ে কাজ হবে না,আমি দেখছি।
বলতো বাবা মাই হেড মানে তোমার মাথা
ফাহিম : মাই হেড আমার মাথা, মাই হেড আমার মাথা!!

সংগৃহিত

বুঝি নি কোনদিন

নাহিদ নিলয়
পি.এম-৫

যেটাকে আমরা শেষ দেখা বলে ভেবেছিলাম,
এর পরেও বহুবার দেখা হয়েছে ।
এমনটা নয় যে, অচমকা আমাদের দেখা হচ্ছে ।
কিংবা কাকতালীয়ভাবে কোন দাওয়াতে
অথবা সিনেমা শেষে হল থেকে বেরুনোর সময়,
যেখানেই হোক --
হর-হামেশাই দেখা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ।

আর সকলের মত আমরাও বলতে পারতাম এটা হয়তো
কোন কিছুর ইঙ্গিত দেয় যা বুঝতে পারি না ।
রবী ঠাকুরের মত ভাবতে পারতাম,
আমাদের গেছে যে দিন একেবারেই কি গেছে,
কিছুই কি নেই বাকী ?

আমাদের একসাথে যেটুকু স্মৃতি ছিল
সেখানে কারো আসা যাওয়া না থাকায়
শ্যাওলা জমেছে ভীষণ।
আমাদের দীর্ঘতম রাতের আলাপ কি হয়েছিল ,
কে প্রথম কাছে এসেছিল ,
কে প্রথম বলেছিল দূরত্বের কথা,
সব মনে আছে।

আমাদের ওই ক্ষণিকের চোখে চোখ পরায়
কত সহস্র না বলা কথা হয়ে যায়,
তা আমরা দুজনেই বুঝি ।
আমরা ভূগোল বুঝি, নিউরোসাইন্স বুঝি
বারমুডা ট্রায়াংগেল বুঝি, মহাকাশ বুঝি --
আমরা শুধু আমাদের-কেই বুঝি নি কোনদিন ।

Steps into Calm with…

Clonapin

0.5 mg
1 mg
2mg
Tablet

Clonazepam

MOST AFFORDABLE
MOST EFFECTIVE CLONAZEPAM

Manage Hyperacidity & Acid reflux with...

Pantogut

20 mg & 40 mg Tablet
40 mg IV Injection

Pantoprazole

MOST AFFORDABLE ANTIULCERANT
CAN BE TAKEN ANYTIME-BEFORE OR AFTER MEAL

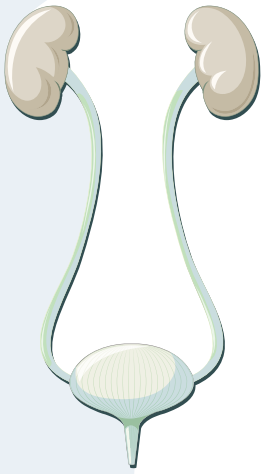

Furabac 100

Nitrofurantoin

Sustained Release Capsule

FIRST LINE TREATMENT
FOR UTIs & RECURRENT UTIs

POPULAR
POPULAR PHARMACEUTICALS PLC.

Rosu EZ

5 mg/10 mg
10 mg/10 mg
20 mg/10 mg

Rosuvastatin & Ezetimibe

The ROYAL COMBINATION for Better Lipid Management

- A high intensity combination therapy for LDL-C reduction
- Clinically effective & tolerable
- Single tablet offers convenient administration & reduces pill burden
- Multiple strengths ensure individual patient's need

Recommended by :

EAS European Atherosclerosis Society

ESC European Society of Cardiology

Telmivas AM

Telmisartan & Amlodipine 5/40 mg & 5/80 mg

Cardio-Protective

Reno-protective

Neuro-protective

True Guardian in BP Management

POPULAR

POPULAR PHARMACEUTICALS PLC.

Progest

Dydrogesterone 10 mg Tablet

NO. 1 ORAL PROGESTERONE
TO PROTECT GESTATION

4th Generation *Bio-Active* Folate

Qfol

Folate (6s-5-methyltetrahydrofolate)
400 mcg & 1000 mcg

Elevating
Wellness
at a Time

1ST TIME
IN BANGLADESH

- Prevent neural tube defect during Pregnancy.
- Minimize post partum depression after delivery.
- Prevent anemia.
- Effective treatment option for infertility.

POPULAR

POPULAR PHARMACEUTICALS PLC.

পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

আমাদের সেবাসমূহ

24 hrs SERVICE

- সার্বক্ষণিক ক্যাজুয়ালটি ও ইমার্জেন্সী সার্ভিস। (24/7 Casualty, Accident & Emergency Service)।
- সর্বাধুনিক আইসিইউ (ICU), এইচডিইউ (HDU) এবং সিটিইউ (CTU)।
- সিসিইউ (CCU) এবং ক্যাথ ল্যাব (Cathlab)।
- পিআইসিইউ Pediatric Intensive Care Unit (PICU)।
- নবজাতকদের জন্য রয়েছে সকল সুবিধা সমৃদ্ধ এনআইসিইউ (NICU for Neonates)।
- স্ট্রোক কেয়ার ইউনিট, নিউরো ক্যাথ ল্যাব এবং স্পেশালাইজডনিউরো আইসিইউ (NSICU)
- অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ১০টি মডিউলার ওটি কমপ্লেক্স। (State of art specialized modular OT Complex)
- পপুলার ডায়ালাইসিস সেন্টার (হেপাটাইটিস বি এবং সি পজিটিভ রোগীদের পৃথক ডায়ালাইসিস সুবিধা, SLED ডায়ালাইসিস ও CRRT ডায়ালাইসিস)- (24/7 dialysis facility for renal failure patients, separate hepatitis B and hepatitis C positive and other dialysis facilities, including SLED dialysis, CRRT dialysis)।
- আধুনিক ব্লাড ব্যাংক। (Modern Equipped Blood Bank)
- অনকোলজি ডে কেয়ার। (Oncology day Care)
- পপুলার ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাব সেন্টার। (Physiotherapy & Rehabilitation Center)
- ফ্যামিলি প্লানিং কর্ণার। (Family Planning Centre)
- ভ্যাক্সিনেশন সেন্টার। (Vaccination Centre)
- সার্বক্ষণিক ফার্মেসী সেবা। (24/7 Pharmacy Services)
- সার্বক্ষণিক এ্যাম্বুলেন্স সেবা। (24/7 Ambulance Services)
- মানসম্মত ক্যাফেটেরিয়া সার্ভিস। (Hi-quality Cafeteria Service)

POPULAR

Popular Medical College Hospital
House # 8, Road # 2, Dhanmondi, Dhaka-1205
Hotline:09613787800

বাড়ী # ০৮, রোড # ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০৯৬১৩৭৮৭৮০০

POPULAR PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION CENTER

We Serve We Care

আমাদের বিশেষত্ব

- আমাদের পপুলার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এ ফিজিক্যাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশন এর চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট এর সমন্বয়ে ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন সেবা দেওয়া হয়।
- থেরাপি ও ব্যায়াম শেখানোর পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া হয়।
- মহিলা রোগী ও শিশুদের ক্ষেত্রে মহিলা ফিজিওথেরাপিস্ট ও পুরুষ রোগীদের ক্ষেত্রে পুরুষ ফিজিওথেরাপিস্ট দ্বারা সেবা প্রদান করা হয়।
- রোগীর পছন্দ মত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শের সুব্যবস্থা আছে যেমন: মেডিসিন, রিউমাটোলজি, অর্থোপেডিক, শিশু, ফিজিক্যাল মেডিসিন, গাইনোকলোজিক্যাল, কার্ডিওলজিক্যাল, অনকোলজিক্যাল ইত্যাদি।
- ইমারজেন্সি হলে ইমারজেন্সি সার্ভিসের সম্পূর্ন ব্যবস্থা বিদ্যমান।
- ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের আধুনিক ফিজিও মেশিন সমৃদ্ধ সেন্টার।
- ইনডোর এবং আই সি ইউ সার্ভিস ও অভিজ্ঞ ফিজিও দ্বারা হোম ফিজিওথেরাপি প্রদান করা হয়।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাইভেট ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার।
  - যেখানে প্রতি শনি-বৃহঃস্পতিবার বেলা ৫টা - রাত ১১টা পর্যন্ত ফিজিক্যাল মেডিসিন চিকিৎসক বসেন।
  - রাত ১২টা পর্যন্ত সারা বছর সেবা প্রদান করা হয়।
  - শুক্রবার সহ সকল সরকারী ছুটির দিন, এমনকি ঈদের দিনেও আমাদের ফিজিওথেরাপি ও রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার খোলা থাকে।

CONTACT US FOR PHYSIOTHERAPY SERIAL

+880 1811 45 50 30

pprc2021@gmail.com

SCAN THE QR CODE TO VISIT

CRITICAL CARE UNIT (ICU, HDU, CTU)

Stroke & Neuro ICU

General ICU

Trauma ICU

- বেড সংখ্যা - ৫৫
- ডাক্তার - ১:২
- নার্স - ১:১
- MLSS - ১:৪
- পর্যাপ্ত পরিমান Ventilator, Bipap, High-flow Nasal cannula ও অভ্যন্তরীন সর্বাধুনিক ডায়ালাইসিস সুবিধা (CRRT, SLED and Conventional Dialysis).

CARDIOLOGY DEPARTMENT

Coronary Care Unit (CCU, C.HDU)

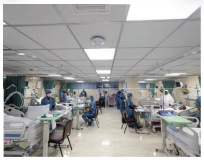

- বেড সংখ্যা - ২৬
- ডাক্তার - ১:২
- নার্স - ১:২
- MLSS - ১:৪
- পর্যাপ্ত পরিমান Ventilator, Bipap, High-flow Nasal cannula ও অভ্যন্তরীন সর্বাধুনিক ডায়ালাইসিস সুবিধা (CRRT, SLED and Conventional Dialysis).
- কার্ডিয়াক হাই-কেয়ার বেড - ১৪

CATH LAB

- ২টি অত্যাধুনিক CATH LAB (Cardiac, Vascular, Neuro Procedure Facilities)
- Pre-Cath Bed-04
- Post Cath Bed-08

Casualty, Accident & Emergency Care

বাংলাদেশে এই প্রথম বেসরকারী হাসপাতালে
ক্যাজুয়ালটি ও দূর্ঘটনাজনিত জরুরী চিকিৎসা সেবা।

24 hrs SERVICE

জরুরী স্বাস্থ্য সেবায় অনন্য
THE PIONEER CENTER OF EXCELLENCE

একীভূত সকল জরুরী সেবা
(One Stop Service of All Trauma & Emergencies)

- সড়ক দূর্ঘটনা বা যে কোন দূর্ঘটনাজনিত আঘাত (Road Traffic Accident)
- আঘাত/অপঘাত/সংঘর্ষ (গুলিবিদ্ধ, ছুরিকাঘাত ইত্যাদি) Conflict Injuries (Gunshots & Stab Injuries)
- পেট, তলপেট ও বুকের আঘাতজনিত ক্ষত। (Abdominal, Pelvic & Chest Injuries)
- রক্তনালীর ক্ষত। (Vascular Injuries)
- আঘাতজনিত হাড় জোড়া ক্ষত। (Orthopedic Emergencies)
- মস্তিষ্ক ও শিরদাঁড়ার আঘাত ও জরুরী সংকট। (Brain and Spine Injuries)
- মুখমন্ডলের ক্ষত। (Maxillofacial Injuries)
- খেলাধুলাজনিত আঘাত। (Sports Injuries)
- অঙ্গ প্রতিস্থাপন, পুনঃস্থাপন এবং প্লাস্টিক সার্জারী। (Plastic, Reconstruction and Replantation Surgery)
- প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা। (Obstetric and Gynaecological Emergencies)
- চোখ, নাক, কান ও গলার আঘাতজনিত জরুরী অবস্থা। (ENT Emergencies & Ophthalmological Trauma)
- জরুরী পূর্নবাসন ও ব্যথা ব্যবস্থাপনা সেবা। (Emergency Rehabilitation and Pain Management Services)
- জরুরী সার্জিক্যাল সেবা। (General Surgical Emergencies)

Popular Medical College Hospital
House # 8, Road # 2, Dhanmondi, Dhaka-1205

POPULAR

স্ট্রোক চিনুন, সময় মানুন
দ্রুত সেবায় ভালো থাকুন

Popular Stroke & Neuro-Care Center

পপুলার স্ট্রোক ও নিউরো কেয়ার সেন্টার

✓ স্ট্রোকের লক্ষণগুলো জানুন **(BE FAST)**

Balance	Eyes	Face	Arms	Speech	Time
ভারসাম্যহীনতা	হঠাৎ দেখতে সমস্যা হওয়া	মুখ বেঁকে যাওয়া	একপাশ অবশ হয়ে যাওয়া	কথা জড়িয়ে আসা	সময় মূল্যবান

✓ হঠাৎ এই লক্ষণ গুলোর কোন একটি দেখা গেলে দ্রুততম সময়ে স্ট্রোক সেন্টারে চলে আসুন

✓ স্ট্রোকের সর্বাধুনিক চিকিৎসা ঃ

থ্রম্বোলাইসিস
(স্ট্রোকের সময় হতে ৪:৩০ ঘন্টা পর্যন্ত)
ও
মেকানিকাল থ্রম্বেকটমি
(স্ট্রোক পরবর্তি ৪:৩০-২৪ ঘন্টা পর্যন্ত)

–এখন পপুলার হাসপাতালে

✓ পূর্ণাঙ্গ স্ট্রোক ইউনিট ও অত্যাধুনিক নিউরো-আইসিইউ এর তত্ত্বাবধানে ২৪/৭ জরুরী স্ট্রোক সেবা প্রদানে **বেসরকারী পর্যায়ে আমরাই প্রথম**

বিস্তারিত জানতে ও চিকিৎসা সেবা নিতে কল করুনঃ
০৯৬৬৬ ৭৮৭৮০০

3rd cover / Inside back cover

World standard Medical Services at affordable cost

MAGNETOM Vida
with BioMatrix

GE VOLUSON E10 DIGITAL
4D COLOR ULTRASOUND

IMAGING DEPARTMENT WITH WORLD LATEST MACHINERIES:

- MRI 3.0 Tesla Model-Magnetom Vida Chanel-128, SIEMENS, GERMANY
- CT. Scan - 1152 Slice, Model Somatom Force, SIEMENS, GERMANY
- CT. Scan - 128 to 512 Slice, Model-Revolution Evo, GE, USA
- 1000 mA Digital X-Ray Flexa Vision-FD Shimadzu, Japan
- GE VIVID E-95 Digital Colour Doppler
- GE Voluson E10 Ultrasound System
- USG-ACUSON S2000 (ABVS) Automated Breast Volume Scanner SIEMENS, Germany
- Philips Epic - 7C Color Doppler
- Philips Epic - 7G Ultrasonogram
- Olympus Video Endoscopy
- Olympus Video Colonoscopy
- Colposcopy
- Uroflowmetry

PATHOLOGY DEPARTMENT WITH WORLD LATEST MEDICAL EQUIPMENTS:

- BIOCHEMISTRY
- MICROBIOLOGY
- IMMUNOLOGY
- HEMATOLOGY
- CLINICAL PATHOLOGY
- HISTOPATHOLOGY
- MOLECULAR (PCR) LAB

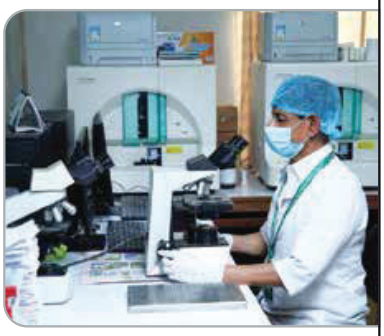

POPULAR

পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিঃ
POPULAR DIAGNOSTIC CENTRE LTD.

Back cover

Kalcoral-D
Calcium (Coral) 500 mg + Vitamin D3 200 IU
Kalcoral-DX
Calcium (Coral) 600 mg + Vitamin D3 400 IU
Kalcoral-K
Calcium (Coral Source) + Vitamin D3 + Vitamin K2 (MK-7)
500 mg/1000 IU/75 mcg
KEEPS
THE BONE
100% FIT
Ca
D3
MK-7
Progut MUPS
Esomeprazole 20 mg & 40 mg MUPS Tablet
Really MUPS
Progut
Esomeprazole
20 mg & 40 mg Capsule
20 mg Tablet
40 mg IV injection
The World Class Proton Pump Inhibitor
EDMF Grade API
EUROPEAN MEDICINES AGENCY
Bilastin
Bilastine INN
20 mg Tablet
10 mg MDT
12.5 mg/5 ml Syrup
The Royal Antihistamine
with Complete Allergy Relief
POPULAR
Popular Pharmaceuticals PLC.